পাপ্পা মাম্মা এন্ড বেবী বিয়ার

(বিদেশী শিশু কিশোর গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রথম প্রকাশঃ
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ
অমর একুশে বইমেলা-২০০৩

১ম ইন্টারনেট সংস্করণ
জুন ২০০৫
পরিমার্জিত ২য় প্রকাশঃ
জুন ২০০৬ইং
আষাঢ় ১৪১৩বাঙলা।

গ্রন্থস্বত্বঃ
লেখক

কম্পিউটার কম্পোজঃ
লুবনা বাসেত বৃষ্টি
জেকরা বাসেত নদী

প্রচ্ছদঃ বৈশাখীর পরিকল্পনা

প্রকাশনায় ২০ বছর

সকল যোগাযোগঃ
E-mail :
marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com
www.marupalash.com

যে কিশোর গল্পগুলো এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

ব্যাঙ যুবরাজ
বিউটি কুইন
এক মুচি ও দুই বামন ভূত
লাল মুরগি ও তার তিন অলস বন্ধুর কিস্‌সা
পাপ্পা মাম্মা এন্ড বেবী বিয়ার
মৌশিশু জিগজেগ
র‍্যাপুন্‌জাল

(শিশু -কিশোর গল্প)

ব্যাঙ যুবরাজ

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আলো ঝলমল রাজপ্রাসাদের সামনের বাগান। রকমারি ফুলের বাহার ও সুবাস এ মৌ মৌ। বাগানের এককোনে একটি কিশোর ইউকেলিপটাশ গাছের ছায়ায় রয়েছে বহুকালের পুরাণা একটি কূপ। যার উপরে কয়েকটি জোনাকি পোকা উড়ে উড়ে সন্ধ্যার আগমনী বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাজকুমারী তার অতিপ্রিয় সোনার খেলার বলটি দিয়ে খেলছিলো। সোনার বলটি নিয়ে খেলা মানে বলটি উপরে ছুড়ে মারা এবং দু'হাতে তা খপ্ করে ধরা। সেদিনও প্রাসাদের বারান্দায় সে খেলছিলো। একবার বলটি তার হাত ফসকে বাগানের দিকে চলে আসে। রাজকুমারীও ছুটে বলটির পেছনে পেছনে। শেষ পর্যন্ত তার অতি প্রিয় সোনালী বলটি ইউকেলিপটাস গাছের নিচে কূপের পাশে পাওয়া যায়। বলের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে সে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কূপের গা ঘেষে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। একটু আনমনাভাবে সে হাতের বলটি উপরে ছুড়তে থাকে এবং দু'হাতে ধরতে থাকে। অন্যান্য সময়ে বলটি দু'হাতে ধরতে গিয়ে বার বারই মিস হতো কিন্তু এ সময়ে মিস হচ্ছে না দেখে সে খুবই আবেগপ্রবন এবং আনন্দে মাতোয়ারা।

রাজকুমারী বলটি একবার জোরে উপরে ছুড়ে মারলে ছোট্ট ইউকেলিপটাশ ঢালে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে তা কূপের মধ্যে পড়ে যায়। সে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কূপটি খুবই গভীর। সেখান থেকে তার প্রিয় বলটি কীভাবে উঠাবে সে ভেবে পায় না। সে হতাশ হয়ে পড়ে। সে এবার হা-পিত্যেস করতে করতে বলে- কেউ যদি তার বলটি কূপ থেকে
উঠিয়ে দিতে পারে তা হলে তাকে সে পৃথিবীতে তার যা আছে সবই দান করে দেবে। .....সব কিছুর বিনিময়ে আমি চাই আমার প্রিয় বলটি.....।।

ঠিক সে মুহূর্তে কুয়োর ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো একটি কালো স্যাঁত স্যাঁতে ব্যাঙ। যা দেখলেও গা ঘিন ঘিন করে। ব্যাঙটি সোজা রাজকুমারীর পাশে এসে বসে জিজ্ঞেস করলো- রাজকুমারী রাজকুমারী তুমি কাঁদছো কেন? রাজকুমারীদের চোখের পানি বড়ই বেমানান।

- জানো এই বদমাশ কুয়োর মধ্যে আমার জীবনের সবচে' বেশী প্রিয় সোনার বলটি পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তুমি তা জানতে চাও কেন? তোমাকে বলেই বা কী লাভ? যাও দুরে যাও। এই বলেই রাজকুমারী ঘৃণায় একটু দুরে সরে যায় এবং নাকে-মুখে কাপড় চাপা দেয়। ব্যাঙের গায়ের রঙ দেখেই সে মাঝে মধ্যে ওয়াক্... ওয়াক করতে থাকে। মানে তার বমি বমি ভাব হয়ে গেছে।

ব্যাঙটি একটু ভারিক্কি তালে বললো - হু! শোনো রাজকুমারী তোমার কাজটি ভীষণ শক্ত এবং বিপদজনকও বটে। আমি তোমার এ কাজটি মানে তোমার প্রিয় বলটি উঠিয়ে দিতে পারি। তবে আমার তিনটি শর্ত আছে। যদি প্রতীজ্ঞা করো আমার সে তিনটি শর্ত তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তা হলে তোমার কাজটি আমি এখনই করে দিতে পারি।
রাজকুমারী তার পরম প্রিয় সোনার বলটি ফিরে পাবে জেনে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলে- তোমার সব প্রতীজ্ঞাই আমি রাখবো। বলো তোমার শর্তগুলি কি কি?

কুয়োর ব্যাঙ এবার বলে- শোনো তবে মন দিয়ে, প্রথম শর্ত হচ্ছে: তোমার সঙ্গে আমাকে তোমাদের প্রাসাদে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত: ডিনার টেবিলে তোমারই প্লেটে আমাকে খেতে দিতে হবে। তৃতীয়ত: তোমার বেডে মানে তোমারই ব্যবহৃত বালিশে আমাকে ঘুমাতে দিতে হবে। এবার ভেবে দেখ তুমি আমার এই তিনটি শর্তে রাজী আছো কিনা।

রাজকুমারী শর্তগুলি শোনে মুহূর্ত না ভেবেই রাজী হয়ে গেলো। আর তার এই রাজী ভাবটি দেখেই ব্যাঙটি লাফিয়ে পড়লো কূপের মধ্যে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রাজকুমারীর বলটি মুখে নিয়ে ব্যাঙটি অতি কষ্টে কূপ থেকে উঠে এলো। ভাঙ্গা ইটের আঁচড়ে ব্যাঙের শরীরের বিভিন্ন অংশ রক্তাক্ত হয়েছে। তবুও তার সান্তনা যে রাজকুমারীর বলটি সে খুঁজে পেয়েছে এবং তার হাতে দিতে পারেছে।

রাজকুমারী বলটি পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে দৌড়ে ছুটে প্রাসাদের দিকে। সে ভুলে যায় ব্যাঙের সাথে তার সকল প্রতীজ্ঞা। ধন্যবাদ দিয়ে সামান্য সৌজন্যতাও সে দেখায়নি। এ ভেবে ব্যাঙটি ব্যথিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে রাজকুমারীর চলে যাওয়ার দিকে।

সন্ধ্যা শেষে রাত দশটার দিকে যখন রাজা তার একমাত্র কন্যা রাজকুমারীকে নিয়ে ডিনার টেবিলে খাবারের উদ্দেশ্যে বসেছে। ঠিক তখনি বাহিরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়লো। রাজা বললেন- দেখতো মামনি এ সময়ে কে এলো এবং কেন?

রাজকুমারী দৌড়ে যায় দরজার কাছে। দরজা খুলেই দেখে সেই বাগানের স্যাঁত স্যাঁতে কালো ব্যাঙটি তার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। অমনি রাজকুমারী দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে ডিনার টেবিলে ফিরে আসে। রাজা তার কন্যার মুখের দিকে চেয়ে বলে- কে ছিলোরে মামনি? এ অসময়ে কেন এসেছে?

রাজকুমারী শুধু সত্য বলতেই শিখেছে তার বাপ-মায়ের কাছে। মিথ্যে কীভাবে বলতে হয় তাও সে জানে না। তার পিতামাতা বলেছে- মিথ্যে বলা মহাপাপ। পিতার কাছে মিথ্যে বলতে পারেনি রাজকুমারী। তাই সে তার বলটি কূপের মধ্যে পড়ে যাওয়া এবং একটি ব্যাঙের সাহায্যে তা উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা করে।

এবং এও বর্ণনা করতে ভুলে না যে সে ব্যাঙের সঙ্গে তিনটি প্রতীজ্ঞা করেছে। সে রাজাকে বলে- আব্বু হুজুর ব্যাঙের তিনটি শর্ত বড়ো কঠিন। যা আমার পক্ষে মানা সম্ভব নয়। সে কালো কুৎসিৎ ব্যাঙটিই এসেছে আমাদের প্রাসাদে থাকার জন্যে। আব্বু সবচে' আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে, ব্যাঙটি মানুষের মতো কথা বলতে পারে।

রাজকুমারীর সকল কথা বুদ্ধিমান রাজা শোনে বললেন - যদি তুমি তার শর্তে রাজী হয়ে থাকো এবং তা পালনে প্রতীজ্ঞা করে থাকো। তাহলেতো তোমাকে তা পালন করতেই হবে মামনি। এমন শিক্ষাই তোমাকে দিয়েছি। তুমি এমন এক রাজার কন্যা যে রাজা কখনো কথার বরখেলাপ করতে জানে না। এবার তিনি একটু চিন্তিত হলেন এবং গম্ভীর স্বরে বললেন- যাও দরজাটি খুলে দাও এবং তাকে ভেতরে আসতে দাও....যাও....।।

চরম অহংকারী ও বদমেজাজী সেই রাজকুমারী অনিচ্ছা সত্ত্বেয় উঠে গিয়ে দরজাটি খুলে দিলো। আর ব্যাঙটি লাফিয়ে লাফিয়ে সোজা ডিনার টেবিলের পাশে এসে থামলো। এসেই বললো- রাজকুমারী আমাকে তুলে তোমার খানার পেটের পাশে বসিয়ে দাও। আমি খুবই ক্ষুধিত। আমার এখনই খানা খাওয়া জরুরী। বাপের ইশারায় রাজকুমারী তা করতে বাধ্য হলো।

তিনি রাজা হতে পেরেছেন বুদ্ধিমান বলেই। তবুও রাজা ব্যাঙটি মানুষের মতো কথাবলাটি অবাক বিস্ময়ে দেখছেন আর ভাবছেন ব্যাঙটির এটি হচ্ছে একটি ছদ্মাবরণ মাত্র। নিশ্চয়ই কোন ডাইনী পরীর অভিশাপে তার এই দশা। ব্যাঙটি মুহূর্তে রাজকুমারীর জন্যে রক্ষিত সব খানাগুলো খেয়ে ফেললো। খেয়ে-দেয়ে সে বললো-রাজকুমারী আমি খুবই ক্লান্তিবোধ করছি। আমি ঘুমাবো। আমাকে দোতলায় তোমার বেডে পৌছে দাও।

সততায়, ন্যায়নিষ্ঠায় এবং সত্যবাদিতায় সেরা মহান রাজার কন্যা রাজকুমারী বাপের কথায় ব্যাঙের সকল শর্তগুলো একে একে পূরণ করে চলেছে। এমনি চলতে থাকে টানা তিনদিন। রাজকুমারী ভাবে এমন বিশ্রি এবং গা ঘিণ ঘিণ করা প্রতিজ্ঞা থেকে কবে সে মুক্তি পাবে?!

তৃতীয় দিবাগত রাত গিয়ে যখন প্রত্যুষের সূর্যের ঘুম ভাঙ্গাতে যাচ্ছে। ঠিক তখনি তাদের বাগানে কুহু-কেকার সুরে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। উঠেই সে চমকে উঠে। একি কোথায় সে ব্যাঙটি। তার পাশের বালিশের উপর ছোট্ট একটি সবুজ ব্যাঙ বসে আছে। আর একজন টগবগে যুবক রাজকুমার তার বেডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রাজকুমারী কেঁদে ফেলে এবং সে প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো। রাজকুমারই তাকে ক্ষান্ত করে। এবং বলতে থাকে- আমিই তোমাদের বাগানের সেই ব্যাঙটি।

এরপর রাজকুমার একে একে তার নেপথ্যের সীমাহীন কষ্টের ইতিহাস বর্ণনা করে- সে এক চরম কষ্টের কাহিনী। এক ডাইনী পরী তাকে বিয়ে করতে রাজী হইনি বলে সে আমাকে তার যাদুমন্ত্রের বলে ব্যাঙ বানিয়ে দেয়। এবং সে বলে যায়- যতদিন তোমাকে কোন রাজকুমারী আদর করে তার ঘরে না নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে তারই পেটে খেতে না দেবে, এবং তারই শোয়ার বালিশে তোমাকে একই বেডে ঘুমাতে না দেবে ততদিন তুমি এমনই একটি ব্যাঙ হয়ে বাঁচবে। তবে তোমার অনুরোধে তোমার কণ্ঠে মানুষের মতো কথা বলাটি বন্ধ করলাম না। এই তিনটি শর্ত পূরণ করতে পারলেই তুমি আবার মুনুষ্য আকৃতি ফিরে পাবে মানে পূর্বের জীবনে ফিরে আসবে। এ কথাগুলো বলেই সে গায়েব হয়ে যায়।

সেই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আজ বহুবছর এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে শেষপর্যন্ত তোমাদের বাগানের ঐ পুরাতন কূপটিতে এসে আশ্রয় নিয়ে পড়ে ছিলাম। আজ তুমি আমাকে সেই পরীর অভিশাপ ও যাদুমন্ত্র থেকে মুক্তি দিয়ে চির কৃতজ্ঞ করেছো। তোমার কাছে আমার চাওয়ার আর কিছুই নেই। গত তিনদিন তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে এবং সীমাহীন কষ্ট দেবার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো রাজকুমারী আমাকে ক্ষমা করো।

কথা ক'টি বলেই সে রাজকুমার রাজকুমারীর শয়ন কক্ষ হতে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয। রাজকুমারী পেছন হতে বলে-ওঠে রাজকুমার দাঁড়াও। আমার আব্বুর হুজুরের সঙ্গে দেখা না করেই তুমি যেতে চাও?! যার কড়া আদেশ না থাকলে তোমার ঐসব শর্তগুলি আমি আদৌ পালন করতাম কিনা সন্দেহ। অতএব তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপরই তুমি যাবে।

রাজা তো সেই হ্যান্ডসাম যুবরাজকে দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত। এরপর আলাপ পরিচয়ে জানা গেল সে রাজকুমার তারই এক পুরাণা বন্ধুর ছেলে। যে নাকি বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকারে রাজ্যহারা হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। তা কেউ জানে না। রাজা বললেন- শোনো বৎশ! তুমি আরো কিছুদিন আমার এখানে

থেকে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করো। তারপর পুরো উদ্যমে তৈরী হও তোমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া রাজ্য পুণরুদ্ধার করার জন্যে। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো।

রাজকুমার থেকে গেলো আরো কিছুদিন। কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজকুমারী সেই রাজকুমারের প্রেমে পড়ে যায়। বলা যায় দু'জনেই দু'জনকে কাছে টানতে শুরু করে। একে অপরের মাঝে হারিয়ে যেতে চায়। রাজা বিষয়টি লক্ষ্য করে খুশি হয়েছিলেন। তবে তিনি যে কাজটি আগে করেছেন তা হলো তার সর্বশক্তি দিয়ে তার বন্ধুর হারানো রাজ্যটি উদ্ধার করলেন। তারপর বন্ধুর ছেলে সেই ব্যাঙ যুবরাজের সঙ্গেই তার একমাত্র রাজকুমারীর বিয়ে দিলেন। যুবরাজ তার পিতার অবর্তমানে তাদেরই রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রজা সকল যুবরাজের মহানুভবতায় স্বস্থির নিঃশ্বাস নিলেন। পুরো রাজ্য জুড়ে সুবাতাস বইতে লাগলো।

***

বিউটি কুইন

অদ্ভুত এক মানবদেহী জানোয়ারের প্রস্তাবে অবশেষে বিউটি বিয়েতে রাজী হলো! আর অমনি হঠাৎ করে সেখানে একটি বিদ্যুৎ ঝলকের সৃষ্টি হলো। আষাঢ়-শ্রাবণে যেভাবে আকাশে বিজলী চম্‌কায়। সে ঝলক বিউটির চোখে সামাল দিতে পারেনি বলে সে তার দু'হাতে দু'চোখ চেপে ধরে। চোখ খুলে দেখে তার সামনে এক টগবগে সুদর্শন তরুণ যুবরাজ। কিন্তু সেই অদ্ভুত জানোয়ারটি গেল কোথায়? যে নাকি প্রতিদিনই মানুষের মতো তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতো। বিউটি আরো তাজ্জব হয় যে, প্রতিরাতেই সেই নির্জন প্রাসাদে একটি আজব আয়নায় যে প্রিন্সের জীবন্ত ছবি দেখতো এবং স্বপ্নেও যাকে বিউটি বহুবার দেখেছে, ঠিক এই সেই যুবরাজ তারই সামনে দাঁড়িয়ে। সে তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা কি তার স্বপ্ন? নাকি সে কোন একটি ঘোরের মধ্যে পড়ে আছে.....?!

যুবরাজ বিউটির এই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিকে নিয়ে আসতে মিষ্টি করে ডাক দেয়- বিউটি....বিউটি এ তোমার স্বপ্ন নয়- বাস্তব। তোমার ভালোবাসায় এক যাদুকরী পরীর দেয়া অভিশাপের আবরণ জানোয়ার থেকে আমি মুক্তি পেলাম। জানো সেই ডাইনী পরীকে আমি বিয়ে করতে রাজী হইনি বলে সে রেগে-মেগে তার অভিশাপে আমাকে আধা জানোয়ার আধা মানুষের মতো একটি কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী বানিয়ে রেখেছিলো। তবে একটি শর্ত সে দিয়ে গিয়েছিলো, যদি কোন সুন্দরী কুমারী স্ব-ইচ্ছায় আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয, তাহলে আমি তার দেয়া সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবো। বিউটি আজ তুমি আমকে সে অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে চিরঋণী করেছো.....।

বিউটি এক মস্ত ধনী ব্যবসায়ীর ৩য় এবং কনিষ্ঠা কন্যা। মা হারা সেই তিন কন্যাকে ব্যবসায়ী কোলে-পিঠে করে বড় করে তুলে। তারা যেমন ছিলো সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতি। এ নিয়ে সওদাগর তার তিন কন্যাদের নিয়ে সমাজে গর্ব করতেন। মেয়েরা যখন যাহা আবদার করতো সওদাগর তাদের তাই দিতেন। তাদের কোন কিছুতেই কখনও অভাবে রাখেননি। সেই তিন কন্যার মধ্যে সবচে' ছোটটি ছিলো অপূর্ব সুন্দরী এবং অন্যান্যদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতি এবং ধৈর্যশীল। তাই তিনি আদর করে তার নাম রেখেছেন বিউটি কুইন। ছোট বলে বিউটি বাপের আদর একটু বেশী পেতো। এ নিয়ে অন্য দু'বোনের মাঝে প্রবল হিংসা কাজ করতো।
একটা সময় এলো সেই ব্যবসায়ীর ব্যবসায় চরম মন্দাভাব দেখা দিলো। একে একে তার শেষ হয়ে এলো মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা। সে নিঃস্ব হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিলো যে আর শহরে এই জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িতে নয় । সে গ্রামে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে কয়েকটি দুধের গরু এবং সবজির চাষ করে জীবন যাপন করবে। সে তাই করলো।

গ্রামে গিয়ে তারা একটি ছোট্ট বাড়ির সঙ্গে বেশ কিছু জমি-জমা নিয়ে একটি ফার্ম খুললো। বেশ কয়েকটি দুধের গরু পালন করতে লাগলো। জমিতে সবজি চাষ শুরু করলো। নতুন জীবনে এসে বিউটি দিনরাত কাজে লেগে থাকে। প্রতিটি কাজে পিতাকে সাহায্য করে। এ জীবনে বিউটি সীমাহীন খুশি। সে সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে শীস দিয়ে গান গায়। কখনও গলা খুলে গান গায়। তার শিস দেয়া গান শোনে গ্রামের অনেক পাখির দল তার কাছাকাছি গাছের নিচু ডালে ভিড় জমায়। পাখিরা যে তাকে ভালোবাসে তা বিউটি বোঝতে পেরে তার গ্রামকে আরো বেশী ভালো লাগতো। সে ভাবতো গ্রাম হচ্ছে আলার সৃষ্টি এবং ইহা স্বর্গতুল্য। কিন্তু তার অন্য দুবোন কোন কাজই করতো না। সারাদিনই তারা তাদের বর্তমানের

ভাগ্য নিয়ে ধিক্কার দিতে থাকলো। তাদের অভিযোগ তাদের পিতা আগের মতো নতুন নতুন পোষাক এবং নতুন ডিজাইনের গহনা দিতে পারছে না।

একদিন ফার্মে কাজ করার সময় সেই ব্যবসায়ী খবর পেলো যে তার মালভর্তি যে কার্গো জাহাজটি সমুদ্রে ডুবে গেছে বলে খবর পেয়েছিলো। তা ডুবে নি। তবে সে সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে বহুদিনের পথ পিছিয়ে গিয়েছিলো। তাই তার বন্দরে পৌঁছতে এতোদিন সময় লেগেছে। যাতে তার ছিলো জীবনের সঞ্চিত সকল টাকার মালামাল। খবরটি পেয়ে সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো–বিউটি আমি আর গরীব থাকবো না।

আমার মালামালের জাহাজটি সমুদ্রবন্দরে নোঙর করেছে। আমি আবার ধনী হবো। আবার পূর্বের জীবনের ফিরে যেতে পারবো। বলো মা তুমি এবার কি চাও?
বিউটি উত্তরে বললো– বাবা তুমি আবার খুশি হয়েছো। তোমার মুখে আবার হাসি ফিরে এসেছে। এটাই আমার বড়ো পাওয়া। আমি এখানে এমনিতেই বেশ খুশি। তুমি যদি একান্তই আমার জন্যে কিছু আনতে চাও, তবে একটি লাল গোলাপ নিয়ে এসো।
ব্যবসায়ী তার অন্য দুজন মেয়েকে ডাকলো– শোনো আলার ইচ্ছায় আমার ভাগ্য আবার ফিরতে যাচ্ছে। এবার বলো তোমরা কি কি চাও উপহার?
তারা দুজনে নতুন পোশাক এবং নতুন জুতা উপহার হিসেবে চাইলো। কেননা বহুদিন হয়েছে তারা নতুন পোশাক, জুতা পরতে পায় নি।

ব্যবসায়ী যখন বন্দরে পৌঁছলো, সে জানতে পারলো সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য কর্মচারীরা সব মালামাল বিক্রি করে পালিয়েছে। সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো। মানসিক নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে সে আগের মতোই দীনহীনভাবে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ান হলো। তার ঘোড়াটি ছুটিয়ে সে যে বনের মধ্যদিয়ে এসেছিলো ঠিক সে পথেই যাচ্ছিলো। কিন্তু পথিমধ্যে এলো ভিষণ ঝড়! সে পথ হারিয়ে ফেললো। রাত্রি নেমে এলো কিন্তু সে পথ খুঁজে পেলো না। ভিষণ ঠান্ডায় তার শরীর বরফের মতো জমে যেতে থাকলো।

সে ভাবলো এবার সে মারা যাবে। কিন্তু এই গহীন বনের মাঝে এখন কী উপায় হবে। সে ভাবছে আর ভাবছে। হঠাৎ করে গাছের ফাঁক দিয়ে সে বেশ আলোর ঝলক দেখতে পেলো। সে ঘোড়াটি নিয়ে কোনভাবে এগিয়ে গেলো। সে দেখতে পেলো এক বিশাল আলো ঝলমল প্রাসাদ। কিন্তু সে সেখানে কোন জন–মানবের প্রাণ স্পন্দন টের পাচ্ছে না। সে একটি গাছের কাছে নিজ ঘোড়াটি দাঁড় করিয়ে রেখে প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলো। যদি কাউকে পাওয়া যায় এবং যদি অনুমতি মেলে এই ঝড়ের রাতটি এখানে কাটাতে। তাহলে সে সকালে সূর্যের আলোতে বাড়ির পথ খুঁজে পাবে এবং সহজে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু সে প্রাসাদের ভেতরে ঘুরে ঘুরে ডাক দিতে থাকে–হ্যাই দেয়ার ইজ সাম ওয়ান..... না কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কারো। এমন গহীন বনের মাঝে এমন রাজকীয় প্রাসাদ দেখে এবং এর ভেতরের আসবাবপত্র দেখে কেবলই অবাক হচ্ছে। আরো অবাক হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে এখানে কেউ থাকে না অথচ সব কিছুই কী জীবন্ত, কী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সে ডাকতে ডাকতে পুরো প্রাসাদ প্রায় প্রদক্ষিণ করলো এবং শেষে একটি চমৎকার কক্ষ পেলো যা ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার হয়ে। সেখানে রুমটিকে ঠান্ডা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে কাঠদিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। ডাইনিং টেবিলে রকমারি গরম গরম সুস্বাদু খাদ্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যার মৌ মৌ গন্ধে তাকে ক্ষুধায় আরো বেশী মাতোয়ারা করে তুলেছে। ডাইনিং রুমের একটি চেয়ারে সে বসে পড়লো। অপেক্ষা করতে থাকলো যদি কেউ আসে মানে নিশ্চয়ই প্রাসাদের মালিক আছে তার কাছে অনুমতি নিয়ে সে কিছু খানা খাবে এবং এই প্রাসাদেই রাতটি যাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনেক্ষণ অপেক্ষা করেও সে কারো কোন দেখা পেলো না।

অবশেষে সে খানায় মন দিলো। খাওয়া শেষে সে ক্লান্তি অনুভব করলো। তার এখন ঘুম খুব বেশী প্রয়োজন। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে। সে হাটতে হাটতে একটি কক্ষ আবিস্কার করলো। সেখানে গিয়েই সে শুয়ে পড়লো। ভোরের পাখির গানে যখন তার ঘুম ভাঙলো, তখন সে দেখতে পেলো তার পাশে তারই জন্যে কে বা কারা বেশ দামী কিছু পোশাক রেখে গেছে। সে তা পরিধান করলো। সকালে তার চরম ক্ষিদে পেয়েছে। রাতের সেই ডাইনিং রুমে সে চলে গেলো। দেখলো সেখানে তার জন্যে বেশ কিছু নাস্তা অপেক্ষা করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখন পর্যন্ত সে এ বাড়ির মালিক কিংবা ***কেয়ার টেকার*** কারোই সাক্ষাত পায়নি।

গতরাতের রহস্যজনক অবস্থা থেকে সকাল পর্যন্ত এই রহস্য চলে আসাটা তার কাছে রীতিমতো ম্যাজিক এর মতো মনে হতে থাকলো। সে কাউকে না পেয়ে নাস্তা খেয়েই ভাবলো আর এখানে নয়। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লো। বাহিরে গিয়েই একটি ফুলের বাগান দেখতে পেলো। যেখানে প্রচুর লাল গোলাপ ফুটে আছে। তখনই তার ছোট্ট আদরের মেয়ে বিউটির আবদারের কথা মনে পড়লো। বিউটি একটি লাল গোলাপ চেয়েছে তার কাছে। শত শত গোলাপের মধ্য থেকে সে বড় একটি লাল গোলাপ ছিঁড়লো।
আর অমনি তার পেছন থেকে এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ এলো। সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সে দেখতে পেলো তার পেছনে এক অদ্ভুত মানুষ বেশী জানোয়ার।যার মাথা-ও মুখমন্ডল জানোয়ারের আদলে গড়া আর শরীরের বাকিটুকু মানুষ প্রকৃতির। এবং সে মানুষের মতোই কথা বলে! চিৎকার করে জানোয়ারটি বলছে-তুমি এতই অকৃতজ্ঞ, আমি তোমার জীবন বাঁচালাম, খাওয়ালাম, আমার প্রাসাদে থাকতে দিলাম। আর তুমিই কিনা আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় একটি গোলাপকে ছিড়ে ফেললে। এতো বড়ো অপরাধের জন্যে তুমি মারা যাবে। তোমাকে মরতেই হবে।

ব্যবসায়ী তখন সেই জানোয়ারের পায়ে পড়ে ক্ষমা এবং প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলো। আমাকে আমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা করো। আমি শুধু আমার ছোট মেয়ে বিউটির কথা রক্ষা করার জন্যে এই একটি ফুল ছিঁড়েছি। সে তার অর্থহীন সে ভ্রমন, তার ব্যবসা এবং মেয়েদের বিষয়ে সমস্ত ঘটনা জানোয়ারকে বর্ণনা করলো। এবার জানোয়ার বললো- এক শর্তে তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। যদি তোমার একটি মেয়ে আমার প্রাসাদে পাঠাও। আমার এই শুণ্য প্রাসাদে থাকার এবং এই বাগানটি দেখাশোনা করার জন্যে।

তোমাকে একমাস সময় দিলাম। না হলে তুমি যেখানেই থাকো একমাসের মধ্যে মারা যাবে। সে ভয়ে ভয়ে বাধ্য হয়ে জানোয়ারের শর্ত মেনে যখন ঘোড়ার কাছে গেলো। দেখলো ঘোড়ার পিঠে একটি ব্যাগ ভরা কিছু অলংকার দেয়া হয়েছে তার মেয়েদের জন্যে। সে বাড়ি ফিরে এলো। সে বিউটিকে গোলাপ দিতে গিয়ে সবই বর্ণনা করলো। বিউটি বললো- বাবা তুমি চিন্তা করো না। তোমাকে আমি মরতে দেবো না।

কেননা এমনটি হয়েছে আমারই জন্যে। অতএব আমি সে প্রাসাদে যাবো। এবং সেই প্রাসাদ এবং জানোয়ারের বাগানটি দেখাশোনা করবো। সে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার অন্য দুবোন নাকী কান্না কেঁদে বোনকে বোঝাচ্ছে যে, তারা তার জন্যে খুবই মর্মাহত। এবং প্রতি মুহূর্তে তারা তাকে মিস করবে। প্রকৃতপক্ষে তারা মনে মনে খুবই খুশি হয়েছিলো ছোট বোনকে যেতে দেখে। কেননা তাদের জন্যে যত বিয়ের প্রস্তাবই এসেছে। সবাই বিউটিকে দেখে তাদের আর পছন্দ করেনি।

কেননা বিউটি ছিলো ভয়ঙ্কর সুন্দরী। তাই তাদের এতোদিন বিয়ে হয়নি। এবার তাদের পথের কাঁটা সরে গেলে তাদের নিশ্চিন্তে বিয়ে হয়ে যাবে। বিউটি তার পিতার সঙ্গে সেই প্রাসাদে পৌঁছলো। সেখানে তার জন্যে থাকা-খাওয়া, পোশাক-আশাক এবং শোবার কামরা সব কিছুরই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। বিউটি এমন বিশাল প্রাসাদ এবং তার মধ্যে এতো বিশাল আয়োজন দেখে রীতিমতো বিস্মিত! সে

জীবনে এতো কিছু দেখেনি। এ যেন এক রাজার বাড়ি। সে পিতার সঙ্গে খানার টেবিলে বসেছে। খেতে গিয়ে সেই জানোয়ারে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে সঙ্কিত হয়। ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে দেখে সেই জানোয়ার কে। জানোয়ার তার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্রভাবে কথা বলে- ভয় নেই বিউটি তুমি এখানে স্বাধীনভাবে এবং নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

তোমার কোন কিছুর অভাব হবে না। সব কিছুই হাতের কাছে পাবে। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। শুধু তুমি বলো তোমার বাপ চলে যাবার পর তুমি এখানে একাকী থাকতে পারবে কিনা। বিউটি এবার সাহসের সঙ্গেই উত্তর দিলো। কেন পারবো না?! অবশ্যই পারবো। বাবার ওয়াদা রক্ষা করতে আমি আমার জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি। - না বিউটি। তোমাকে প্রাণ দিতে হবে না। আমি তোমার প্রাণ চাই না। আমি শুধু চাই তুমি এখানে থাকো। আমার প্রাসাদ দেখাশোনা করো।

আমার বাগানটির পরিচর্জা করো। তুমি এখানে থেকে কখনই দুঃখী হবে না। এ আমি তোমাকে বিশ্বাসের সঙ্গে কথা দিতে পারি। যদি তুমি বিশ্বাস করো। আমাকে হতাশ করো না। যদি তুমি ধৈর্যশীল হও। তাহলে তুমি অবশ্যই পুরস্কৃত হবে। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বিউটি তার বাপকে বিদায় করে। প্রাসাদে ফিরে সে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখে একজন সুদর্শন প্রিন্স তাকে সেই জানোয়ারের মতোই কথাগুলো বলছে। যা জানোয়ারটি তার বাপের সামনে বলেছিলো। সেই একই কথা। একই স্বপ্ন সে বার বার দেখতে লাগলো।

সেই প্রাসাদে বিউটির জন্যে সবই ছিলো মুক্ত দুনিয়া। সবই ছিলো তার। তার ভয়-ডর আস্তে আস্তে স্তিমিত হতে লাগলো। সে খুবই ভালো আছে। কেউ তাকে জ্বালাতন করছে না। কেউ তাকে হিংসাও করছে না। সে তার মতো করে চলতে পারছে। খেতে পারছে। ঘুমাতে পারছে। খেলাধুলা করতে পারছে। মন খুলে গান গাইতে পারছে। বাড়িতে থাকতে যে সকল পাখিরা তার গানের ভক্ত ছিলো। সেই পাখিগুলো সে একটি কক্ষে দেখতে পেয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে যায়।

সে তাদের সাথে গান গায়। খেলে দুলে। এভাবেই তার সময় কখন যে কেটে যায়। সে টেরই পায় না। গান গাওয়ার জন্যে সকল বাদ্যযন্ত্রও এই প্রাসাদে রয়েছে। যা সে প্রতিদিনই বাজাচ্ছে। তার রুমে একটি আজব আয়না ছিলো। সে আয়নাতে সে শুধু তার পিতাকে দেখতে পেতো। তার পিতা বাড়িতে পৌছেছে দেখার পরই সব ঘোলাটে হয়ে গেলো।

সে রাতে খানা খেতে গেলো ডাইনিং রুমে। সেখানে এলো সেই জানোয়ার। বললো-আমি কি তোমার খানা খাওয়াটি দেখতে পারি?
-অবশ্যই। তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। কেননা তুমি এই প্রাসাদের মালিক।
-না তুমি যা ইচ্ছে তা করতে পারো। কেননা তুমি এই প্রাসাদের মালকিন॥ আমাকে দেখতে কী খুবই কুৎসিৎ মনে হয় তোমার কাছে?
- না । তুমিতো একটি মানুষের চেয়েও বেশী দয়াবান। তুমি সত্যিই খুবই ভালো।
হঠাৎ করে জানোয়ারটি বলে বসলো-বিউটি তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছো?
- ওহ্ নো..

বিউটি হঠাৎ জানোয়ারের মুখে বিয়ের কথা কথা শোনে কেঁদে ফেললো। জানোয়ারটি বিউটির এমনতরো ব্যবহারে বিসন্ন বদনে চলে গেলো। পরে বিউটি ভাবলো একটি জানোয়ারকে, বাড়ির মুনিবকে সে এভাবে আঘাত না করলেও পারতো। পরে তার মনেও দুঃখবোধ কাজ করলো।

বিউটি যে কক্ষে ঘুমাতে গেলো সে কক্ষের বাহিরে লেখা আছে ***বিউটি'জ রুম*** । সে কক্ষে প্রবেশ করেই একটি ল্যাম্প দেখতে পেলো। যা খুবই দামী। তার গায়ে লটকানো একটি ব্র্যাসলেট। যাতে এক যুবরাজের ছবি আছে। তার বেড রুমের পাশে আর একটি রুম আছে। যেখানে রয়েছে সাজানো প্রচুর তৈলচিত্র। সে তা ঘুরে ঘুরে দেখলো। সর্বত্রই সেই একই যুবরাজের ছবি। সে শুধু বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলো, স্বপ্নে যে যুবরাজকে সে প্রতিদিনই দেখছে। সেই যুবরাজের ছবিই প্রাসাদের সর্বত্র দেখতে পাচ্ছে। সে বুঝে উঠতে পারছে না কেন এমনটি হচ্ছে। এ যুবরাজ কে? এ প্রশ্নই তার ভেতরে প্রতিনিয়ত খেলা করছে।

এত সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সেদিন সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যেও সে স্বপ্নে দেখতে পায় সেই যুবরাজকে। পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙলো মিষ্টির সুরের পাখির গানে। যে পাখির গান সে পছন্দ করতো ঠিক সে পাখির গান। সে ঘুম থেকে উঠেই দাঁত ব্রাস করতে করতে আশে-পাশের কয়েকটি রুম সে দেখতে গেলো। সে জানতে চায় ঐ সব রুমগুলোর মধ্যে কী আছে।

গিয়ে একটিতে দেখতে পায় সুন্দর সুন্দর গানের পাখি তারই জন্যে রাখা হয়েছে। অন্য একটি রুমে গিয়ে দেখে সেখানে তারই জন্যে বেশকিছু নতুন পোশাক রাখা হয়েছে সাজিয়ে। অন্য আর একটি রুমে গিয়ে সে দেখতে পায় সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়েক ডজন গহনা। যার প্রতিটি সেটের গায়ে লেখা আছে মিস বিউটির জন্যে। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে এবং কৃতজ্ঞতায় তার মন উথলে উঠে সেই জানোয়ার রূপী মানুষটির প্রতি। সে ভাবে এই জানোয়ারটি খুবই দয়ালু।

মিশুক এবং বন্ধু বৎসল। যাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসা যায়। অন্য হাজারো মানুষের চেয়েও সে সৎ এবং মানবিক গুন সম্পন্ন। মানুষরূপী যে সকল অমানুষগুলো সে দীর্ঘদিন তাদের বাড়িতে দেখেছে। যারা তার পিতার বন্ধু হিসেবে তাদের বাড়ি আসতো এবং তাকে কুনজরে দেখতো। কখনো কখনো কুপ্রস্তাবের সংকেত দিতো।

তবে সে এখানে শুধু একটি বিষয়ে খুবই অস্বস্থিবোধ করছে। আর তা হলো জানোয়ার মুখো মানুষটি যখন তাকে হঠাৎ করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। আর সে বার বারই ***রিফিউজ*** করে তার মন খারাপ করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও তার ভাবতে ভালো লাগে যে, জানোয়ারটি এই প্রাসাদের মালিক হয়েও তার সাথে কোনকিছুতেই জোর-জবরদস্তি করেনি। তাই বিউটি অন্যান্য হাজারো মানুষের চেয়েও একমাত্র জানোয়ার মুখো মানুষটিকেই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে পারছে। হয়তো ভালোও বেসে ফেলেছে।

যে রুমটি বিউটির নামে বেডরুম হিসেবে নির্ধারিত সে রুমে আগে থেকেই একটি আজব আয়না রয়েছে। যাতে বিউটি মন খারাপ হলেই বাড়ির সবাইকে দেখতে পায়। কে কি করছে? কেমন আছে? সবই জানতে পারে। কিন্তু কারো সাথে সে শুধু কথা বলতে পারছে না। ঠিক সেখানেও সে ঐ একই যুবরাজের ছবি দেখতে পায়। একদিন রাতে শোয়ার আগে সে আয়নার কাছে যায় মাথার চুল আছড়াতে। হঠাৎ সে আয়নার মাঝে দেখতে পায় তার পিতা খুবই অসুস্থ। তার পিতার কাছে যাওয়ার জন্যে এবং তাকে দেখার জন্যে যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরদিন সে তার মালিক মানে সে প্রসাদের মাষ্টার সেই জানোয়ার মুখো মানুষটির কাছে অনুমতি চাইলো বাড়ি যাওয়ার জন্যে।

জানোয়ার বললো-তুমি বাড়ি গেলে আর ফিরে আসবে না। আর তুমি ফিরে না এলে আমার নির্ঘাত মৃত্যু হবে।
এবার বিউটি কেঁদে কেঁদে প্রতিজ্ঞা করে বললো - এই যে আমি তোমার মাথা ছুঁয়ে কসম খেলাম, আমি আব্বুকে দেখেই ফিরে আসবো।

অগত্যা জানোয়ার রাজী হলো এবং বললো- বেশ ভুল যাতে না হয়। আমি একটি আংটি দিচ্ছি, তা হাতে রাখবে। এখন বাড়ি রওয়ানা হতে মনস্থির করে আংটিটি তিন বার ঘুরালে তুমি তোমাকে তোমাদের বাড়িতে আবিস্কার করবে। তবে আংটি ঘুরানোর আগে তুমি চোখদুটি বন্ধ করে রাখবে এক মিনিটের জন্যে।
আর হ্যা কালই তোমাকে ফিরে আসতে হবে না। তুমি তোমার বাপের কাছে এক সপ্তাহ থাকবে। তার সেবা যত্ন করবে। সে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেই তার অনুমতি নিয়ে তারপর তুমি ফিরে আসবে। একই নিয়মে তুমি এই আংটিটি সবার অগোচরে তিনবার ঘুরাবে। আর অমনি তুমি এই প্রাসাদে চলে আসতে পারবে। দেখ বিউটি তুমি ভুল করলেই আমার জন্যে মৃত্যু অপেক্ষা করছে।
- আমি কথা দিলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম। আমি ভুল করবো না। আমি ফিরে আসবোই। কারো সঙ্গে ওয়াদা করে তা জীবন দিয়ে রক্ষা করতে আমার আব্বু আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।
- বেশ। তা হলে যাও। আমি তোমার জন্যে প্রতি মুহর্তে অপেক্ষা করবো। তোমাকে পেয়ে এ প্রাসাদের সব কিছুই প্রাণ ফিরে পেয়েছিলো। সজীব হয়ে ওঠেছিলো। কিন্তু এখন তোমার অবর্তমানে আবার সবই মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে।

চোখ বন্ধ করে আংটি তিনবার ঘুরাতেই বিউটি পৌছে গেলো তাদের বাড়িতে। গিয়ে পিতার শয্যার পাশে বসে কতোক্ষণ কান্নাকাটি করলো। পিতার সেবা যত্ন করতে শুরু করলো। সে জানতে পারলো তার অন্য দুবোনের বিয়ে হয়ে গেছে। যদিও তারা মাঝেমধ্যে পিতাকে দেখতে আসে কিন্তু তাদের সময় নেই যে পিতাকে সেবা যত্ন করবে। বিউটির আগমনের খবর পেয়ে তার বোনেরা আসে। বিউটির পরনে রাজকীয় পোশাক দেখে তাদের হিংসা হয়। তার গলায় ডায়মন্ডের হার দেখে তারা রীতিমতো বেহুশ হয়ে যায়। এসব পেতে তারা বিউটির পেছনে লেগে যায়। বিউটির ফিরে যাওয়াটি তারা বিভিন্ন তাল-বাহানায় ঠেকাতে চায়। তারা বলতে থাকে এবার ফিরে গেলে জানোয়ারটি তোমাকে মেরে ফেলবে।

দেখতে দেখতে প্রায় একমাস চলে যায়। কোনভাবেই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেনা সে ফিরে যাবে কিনা। তার পিতাও বেশ সুস্থ হয়ে উঠছে। এরই মাঝে বিউটি স্বপ্নে দেখে সেই জানোয়ার প্রায় মর-মর অবস্থা। বাগানের ঘাসের উপর পড়ে আছে। তাতে সে ভিষণ অস্থির হয়ে পড়ে, সেই প্রাসাদে ফেরার জন্যে এবং পিতাকে সব জানায়। তার পিতা দুঃখ করে বলতে থাকে- মা তোমাকে আমি এক আগুন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছি। এখন সব কিছু তোমার উপরই নির্ভর করে। তবে মা মনে রেখো, জীবনে কাউকে কথা দিয়ে সে কথা রক্ষা অবশ্যই করবে। আমি চাই আমার সকল আদর্শ তোমার মাঝে বর্তমান থাকুক।
-হ্যা বাবা তুমি আমাকে দোয়া করো। আমি তোমার আদর্শ অবশ্যই রক্ষা করবো। তুমি আমাকে বিদায় দাও। আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে। আমারই ভুলের জন্যে নতুবা এক বিরাট অঘটন ঘটে যাবে।
- যাও মা। গড্ উইল সি ইউ এন্ড গড্ উইল সেফ ইউ।

মুহূর্তের মাঝেই বিউটি সে প্রাসাদে পৌঁছে গেলো। সমস্ত কাপড়-চোপড় বদল করে কিছু পানাহার করে সে অপেক্ষা করছে সেই প্রাসাদের মালিক জানোয়ারটির জন্যে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো। কিন্তু জানোয়ারটির কোন দেখা নেই। কী হলো তার? কোথায় গেলো সে? তবে কি.....?

হঠাৎ তার মনে পড়লো তাদের বাড়ি থাকাকালীন গতরাতের সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটির কথা। যাতে সে দেখেছে জানোয়ারটি মুমুর্ষ অবস্থায় বাগানের ঘাসের উপর পড়ে আছে। মনে হতেই সে দৌড়ে বাগানে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। অবশেষে সে বাগানের এককোনে সেই জানোয়ারকে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে গিয়ে তার পাশে বসলো। দেখতে পেলো জানোয়ারটি মৃতপ্রায়। তার অনুশোচনা হতে লাগলো। তারই জন্যে এবং তার দেরীতেই জানোয়ারের এই অবস্থা। সে দুঃখভরা মনে অতি আদরের

সাথে জানোয়ারের মাথাটি তার কোলে উঠিয়ে বলতে লাগলো-আমার দেরীর জন্যে আমাকে ক্ষমা করে মাস্টার আমাকে ক্ষমা করো। তোমার এ অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। পিজ ফর গিভ মি.... পিজ!! পিজ... আস্তে আস্তে জানোয়ারটি চোখ খুলে বললো-বিউটি তুমি ফিরে এসেছো? আমি খুশি হলাম। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? জানোয়ারের কথা বলা দেখে বিউটি খুশি হয়ে আবেগে আপুত হয়ে বলে ফেললো-হ্যা আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী আছি। বিউটিও মনে মনে নিশ্চিত হলো যে সে জানোয়ারটিকে মনের অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছে।

অদ্ভুত এক মানবদেহী জানোয়ারের প্রস্তাবে অবশেষে বিউটি বিয়েতে রাজী হলো! আর অমনি হঠাৎ করে সেখানে একটি বিদ্যুৎ ঝলকের সৃষ্টি হলো। আষাঢ়-শ্রাবণে যেভাবে আকাশে বিজলী চম্‌কায়। সে ঝলক বিউটির চোখে সামাল দিতে পারেনি বলে সে তার দু'হাতে দু'চোখ চেপে ধরে।

চোখ খুলে দেখে তার সামনে এক টগবগে সুদর্শন তরুণ যুবরাজ। কিন্তু সেই অদ্ভুত জানোয়ারটি গেল কোথায়? যে নাকি প্রতিদিনই মানুষের মতো তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতো। বিউটি আরো তাজ্জব হয় যে, প্রতিরাতেই সেই নির্জন প্রাসাদে একটি আজব আয়নায় যে প্রিন্সের জীবন্ত ছবি দেখতো এবং স্বপ্নেও যাকে বিউটি বহুবার দেখেছে। ঠিক এই সেই যুবরাজ তারই সামনে দাঁড়িয়ে। সে তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা কি তার স্বপ্ন? নাকি সে কোন একটি ঘোরের মধ্যে পড়ে আছে.....?!

যুবরাজ বিউটির এই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিকে নিয়ে আসতে মিষ্টি করে ডাক দেয়-বিউটি..বিউটি.. এ তোমার স্বপ্ন নয়- বাস্তব। তোমার ভালোবাসায় এক যাদুকরী পরীর দেয়া অভিশাপে জানোয়ারের আবরণ থেকে আমি মুক্তি পেলাম। জানো সেই ডাইনী পরীকে আমি বিয়ে করতে রাজী হইনি বলে সে রেগে-মেগে তার অভিশাপে আমাকে আধা জানোয়ার আধা মানুষের মতো একটি কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী বানিয়ে রেখেছিলো। তবে একটি শর্ত সে দিয়ে গিয়েছিলো, যদি কোন সুন্দরী কুমারী স্ব-ইচ্ছায় আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয, তাহলে আমি তার দেয়া সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবো। বিউটি আজ তুমি আমকে সে অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে চিরঋণী করেছো.....।

বিউটি আমি আজ সত্যি সত্যি একজন যুবরাজ। আমি সকল অভিশাপ থেকে মুক্ত। তুমি কি আমাকে পছন্দ কর বিয়ে করতে। আমি তোমাকে জোরাজুরি করবো না। তুমি রাজী হলেই আমি সব আয়োজন করবো। আমার পিতা বাদশা এবং রাজ্যের সবাকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনবো। তারা সবাই এ বিয়েতে উপস্থিত থেকে আমাদের ***উইশ*** করে যাবেন।
- আমি রাজী আছি কিনা আমার চোখ দেখে রাজকুমার কি বোঝতে পারেনি.....

তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে সে রাজ্যের সবাই উপস্থিত হয়ে তাদের ***উইশ*** করে গেলো। তারা দুজনেই বাকী জীবনের জন্যে সুখি হয়েছিলো।

***

এক মুচি ও দুই বামন ভূত

গল্পটি শোনে তোমাদের আজব মনে হতে পারে। আসলে কী জানো দু'জন বামন ভূত একজন গরীব মুচিকে ঐভাবেই সেই শহরে যশী এবং ধনী বানিয়ে দিয়েছিলো। এ গল্পে এটাই প্রমানিত হয় সময় মানুষের সব সময় এক যায় না। কখনও তার দু:খ থাকবে, কখনও সুখ। তাই বলতে হয় সুখ এবং দু:খ কোনটাই মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়ে বসে থাকে না। দিনের আলো গিয়ে যেমন রাতের অন্ধকার আসে, তেমনি রাত পোহালে আবার আলো ফিরে আসে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।

কথা না বাড়িয়ে এবার তাহলে গল্পটি বলি। একটি সুন্দর শহরের এক অসুন্দর গলিতে থাকতো এক মুচি। মানে যে নাকি পুরানা জুতা সেলাই করতো এবং কিছু নতুন জুতাও তৈরী করতো। তবে সে কাজ করতো খুবই মনযোগ দিয়ে। সে জন্যে তার কাজগুলো শহরের অনেকেই পছন্দ করতো। এবং বার বার সবাই তার কাছেই আসতো। আর এই সামান্য আয়ের উপরই চলছিলো তাদের দু'জনের সংসার। মানে তারা সন্তানহীন স্বামী-স্ত্রী দু'জন। সে ছিলো খুবই পরিশ্রমী। সে জানতো যারা পরিশ্রমী, যারা কষ্ট করতে জানে তারা কখনও কষ্টে থাকে না। তারা কষ্টকে জয় করেই সুখ ছিনিয়ে আনে।

এতো কষ্ট এবং পরিশ্রমের পরও সময়ে সেই মুচি পরিবারটি গরীব থেকে আরো গরীব হতে থাকে। মানে বছরের পর বছরতো আর একই ডিজাইনের জুতা মানুষ পছন্দ করে না। জাঁকজমকপূর্ণ সে শহরের লোকজনও আর পুরানা জুতা ব্যবহার করছে না। তাদের সবাই নতুন জুতাই ব্যবহার করছে। কেননা পুরানা জুতা সেলাই করতে যে পয়সা খরচ হয়, তাতে নতুন জুতাই কেনা যায়। তাই দিন দিনই মানুষের রুচীর পরিবর্তন, পছন্দের পরিবর্তন হতে থাকে। যারা নতুন নতুন ডিজাইন বানাতে পারতো মানুষ তাদের কাছে ছুটতো। বড় কথা সেই যশী মুচিকে অন্যসব মুচিরা খুবই হিংসা করতো। তার নামে বদনাম ছড়াতো। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা দিয়ে আরো ভালো ডিজাইনের জুতা তারা তৈরী করতো। যাতে লোকজন তাদের ছাড়া আর ঐ বুড়ো মুচির কাছে না যায়। সেই বুড়ো মুচিরও এমন কোন সম্বল ছিলো না যে বেশী চামড়া খরিদ করে ভালো ভালো জুতা তৈরী করে। সে মাত্র তিন চার জোড়া জুতার উপযোগী চামড়া কিনতে পারতো। আর তা দিয়েই নতুন জুতা বানাতো রাত জেগে জেগে। তাই দিয়েই চলতো তার ঘর-সংসার। তাও শেষে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ালো যে সে একজোড়া জুতার চামড়ার বেশী খরিদ করতে পারছে না।

বুড়ো মুচি এবং তার স্ত্রী এবার ভয়ংকর চিন্তার মধ্যে পড়লো। এক রাতে এসব চিন্তা করতে করতেই সে তার কেনা একজোড়া জুতা হবে এমন চামড়াটুকু কেটে তার জুতা তৈরীর টেবিলের উপর রেখে ঘরের উপর তলায় ঘুমাতে গেলো। ঘুমানো আগে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে খুবই কষ্টভরা মনে আলাপ করছে সে একজোড়া জুতা কাল তৈরী করে বিক্রি করলে যে টাকা পাওয়া যাবে তাতে দু'জনের খানা-খাদ্যেই চলে যাবে। আর তাতে তাদের আর কোন টাকাই থাকবে না নতুন জুতা বানাবার চামড়া কিনতে। কাল থেকে তাদের কী উপায় হবে?
- তুমি দেখো গড্ একটা ব্যবস্থা করবেই। গড কাউকেই এভাবে মারে না। গডের উপর ভরসা রাখো, সে একটা ব্যবস্থা করবেই....এভাবেই মুচির স্ত্রী মুচিকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবতার এই পৃথিবীতে মুচি হতাশায় পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। তবুও ঘুমাবার আগে সে বলে - ওহ্ গড্ হেল্ফ মি.... হেল্ফ মি..।

পরদিন সকালে মুচি যখন নিচতলায় তার জুতা তৈরীর টেবিলের কাছে যায় তখনই সে অবাক হয়। যেখানে সে একজোড়া জুতা তৈরীর চামড়া কেটে রেখে গিয়েছিলো। সেখানে সেই চামড়া নেই তবে সেখানে অতি সুন্দর নতুন ডিজাইনের একজোড়া জুতা কে বা কারা রেখে গেছে। সে বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রীকে ডাকলো- দেখো দেখো এমন সুন্দর জুতা এবং ডিজাইন আমি আমার জীবনেও দেখিনি। কে বা কারা এ কাজটি করলো? তার স্ত্রীও মুগ্ধ-বিস্ময়ে তা দেখলো এবং মুখে বললো- গড নউজ ভেরি ওয়েল..।

এরপরই তারা জুতাজোড়া বিক্রির জন্যে জানালার কাছে রাখলো। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে শহরের এক মস্ত ধনী সে পথে যাচ্ছিলো। জুতাজোড়া তার নজরে এলে সে চমৎকৃত হলো তার ডিজাইন দেখে। ধনী ব্যক্তিটি সেই জুতার মূল্য অন্যান্য সাধারণ জুতার কয়েকগুন বেশী দিয়ে কিনে নিয়ে গেলো।

বুড়ো মুচি সে টাকা থেকে দুজোড়া জুতার চামড়া খরিদ করলো এবং তার সংসারের জন্য যাবতীয় খাবারের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এলো। আগের মতোই রাতে দুজোড়া জুতা হবে এমন নতুন চামড়াটুকু কেটে সেই টেবিলের উপর রেখে বুড়ো মুচি উইলী ঘুমাতে গেলো। পরদিন সকালে এসে দেখে তার সেই টেবিলের উপর কাটা চামড়ার জায়গায় দুজোড়া অতীব সুন্দর জুতা বসে আছে। সে গতকালের চেয়ে আরো বেশী বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়। সে ভেবে পায় না কে তার জন্যে এমন কাজটি করছে অতি নীরবে এবং অতি গোপনে। সে এতো সুক্ষ্ম সুঁচের কাজ আর কখনো দেখেনি।

বুড়ো উইলী সে দুজোড়া জুতা বিক্রি করে যা টাকা পেলো। তা দিয়ে ঘরের জন্যে একমাসের খানা-খাদ্য কিনে নেয়। ১৫/২০ জোড়া জুতা হবে এমন পরিমান নতুন চামড়া খরিদ করেও তার কাছে আরো টাকা থেকে যায়। সে এবার চার, আট এবং পরে ষোল জোড়া জুতা হবে এমন পরিমান চামড়া কেটে প্রতি রাতে টেবিলের উপর রেখে আসে। সকালে সেই একই দৃশ্য তার চোখে পড়ে। নতুন নতুন ডিজাইনের সব সুন্দর তৈরী জুতা। আর তা বিক্রি করে সেই উইলী অল্প সময়ের মধ্যে বেশ ধনী হয়ে উঠলো। তার অভাব বলতে আর কিছুই থাকলো না। তারা দুজনেই সীমাহীন খুশি। তবে তাদের মনে যে কৌতুহল আছে তা মেটানোর জন্যে তারা মানসিকভাবে তৈরী হয়। তাদের জন্যে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তা দেখতেই হবে। তাদের একটি ধন্যবাদ দিতে হবে।

একরাতে উইলীর স্ত্রী তাকে বললো- চলো আজ রাতে না ঘুমায়ে আমরা লুকিয়ে দেখার চেষ্টা করি কারা আমাদের জন্যে এ কাজগুলো করে যাচ্ছে। তাদেরকে একটা থেন্‌ক্স দেবার রাস্তা চলো খুঁজে বের করি।

তার স্ত্রীর পরামর্শে উইলী রাজী হয়ে সে রাতে তারা পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকলো সে দৃশ্য দেখার জন্যে। রাত তখন গভীর। হঠাৎ করে তাদের জানালায় একটি কটমট আওয়াজ হলো। জানালাটি একটু ফাঁক হলো। আর সে ফাঁক দিয়ে দুজন বামন ভূত (যাদের উচ্চতা হবে দেড় ফুট) প্রবেশ করলো। অন্ধকার সেই রুমে তারা প্রবেশ করেই তাদের নিজস্ব কী যেন একটি আলো জালালো। তাদের নিজেদের নিয়ে আসা যন্ত্রপাতির ছোট্ট ব্যাগ থেকে তারা সমস্ত যন্ত্রপাতি বের করেই কাজে মনযোগ দিলো। তারা এমন দক্ষ এবং প্রফেশনাল কারিগরের মতো দ্রুত কাজ করতে লাগলো। যা উইলী এবং তার স্ত্রী নিজ চোখে দেখেও নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। মাত্র কিছু সময়ের মধ্যেই সেই দুবামন ভূত প্রায় পনের বিশজোড়া জুতা তৈরী করে সেই জানালার ফাঁক গলিয়ে বের হয়ে গেলো। উইলী এবং তার স্ত্রীর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো। কিন্তু তারা খুঁজে পাচ্ছে না কীভাবে তারা দুই বামন ভূতকে ধন্যবাদ দেবে।

শত ব্যস্ততার মাঝে চলে এলো তাদের ধর্মীয় বড় উৎসব। যীশু খৃষ্টের জন্মদিন। মানে ২৫ডিসেম্বরের বড়ো দিন। তারা দুজনেই ভাবলো যদি তারা সরাসরি বামন ভূতের সঙ্গে কথা বলতে যায় হয়তো তারা দুঃখ

পাবে কিংবা সরাসরি কথা বললে তারা মাইন্ড করবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলো তাদের এই ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সেই দুই বামনের জন্যে তারা বিশেষ উপহার দেবে। সে উপহারটি হবে তাদের দেহের মাপ অনুযায়ী তাদের জন্যে একটি বিশেষ পোষাক। এবং হতে হবে সুন্দর চামড়ার। উইলী এবং তার স্ত্রী তাই করলো। পুত্রতুল্য সেই দুজন বামন ভূতের জন্যে তারা মাথার হেট, কোট, ট্রাউজার, সক এবং দুজোড়া জুতা তৈরী করলো। রাতে একটি বড়ো পেটে করে উইলীর স্ত্রীর তৈরী করা একটি কেক, দুই গাস ওয়াইন এবং বামন ভূতদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী পোষাকগুলো সেই টেবিলে রেখে দিলো। তারা দুজনে গোপনে পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো ঘটনা দেখার জন্যে।

গভীর রাতে বামন ভূত দু'জন এলো। তারা আলো জ্বালালো। তাদের জন্যে পোষাক দেখে এবং পেটে কেক ও গাস ভর্তি ওয়াইন দেখে তারা আনন্দে নাচতে লাগলো। তারপর তারা পোষাকগুলো পরলো। কেক খেলো এবং ওয়াইন ভর্তি গাস হাতে নিয়ে এক চুমুক দিয়েই গান ধরলো দু'জনে। সে রাতে তাদের জন্যে কোন চামড়া রাখা হয়নি জুতা বানানোর জন্যে। তাই তারা দুজনে সারারাত নাচলো গাইলো। আনন্দ-উলাস করে ভোররাতে জানালার ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে গেলো। তারা উইলী এবং তার স্ত্রীর সেই কৃতজ্ঞতা দেখেই খুশি হয়ে ফিরে গেলো তাদের জগতে। তারা আর ফিরে আসেনি বটে তবে উইলী যাদের কাজেই বিখ্যাত হলো তাতেই তার দোকানে কাষ্টমারের ভিড় লেগেই থাকলো। যদিও সে সেই বামনভূতদের মতো জুতার নতুন নতুন ডিজাইন এবং কারুকাজ করতে জানতো না। তবুও তার যে যশের সৃষ্টি হয়েছিলো, তাতেই সে এবং তার স্ত্রী হয়েছিলো সে শহরের সবচে' বড় ধনী এবং সুখি পরিবার। তারা আর কখনোই গরীব হয়নি।

***

লাল মুরগী ও তার তিন অলস বন্ধুর কিস্‌সা

সেই অনেক দিন আগের কথা। তখন আফ্রিকার নাইজেরিয়ার সেই বিশাল জঙ্গালের ঠিক মাঝামাঝি একটি ছোট্ট জলায়ের পাশে বাস করতো এক এতিম লাল মুরগীর ছানা। যে তার পিতামাতাকে হারিয়েছে একেবারেই শৈশবে। অনেকদিন কেঁদেছে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভাবলো পৃথিবীতে সবাই মরবে একদিন। অতএব যে গেছে তাকে নিয়ে এতো ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। পৃথিবী বড়ো কঠিন জায়গা। এখানে কেউ কারো নয়। তাকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাকে বাঁচতে হবে। এবং বাঁচতে হলে তাকে অনেক কাজ করতে হবে। তাই সে ভোর-বিহানে ঘুম হতে উঠেই কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে সকালের কাজে মনযোগ দিত। ঘন্টাখানেক কাজ করে এসে সে নিজ হাতে নাস্তা তৈরী করে খেতো। তারপর গোসল করে স্কুল চলে যেতো। স্কুল থেকে এসে নিজ হাতে খানা তৈরী করা, বিকেলে একঘন্টা কাজ এবং আধাঘন্টা খেলাধুলা এ ছিলো তার নিত্যদিনের রুটিন। সে নিয়মের বাহিরে চলতে শিখেনি। সে তার পিতামাতার নিকট শিখেছে যে নিয়ম অনুযায়ী চললে এবং কঠোর পরিশ্রমী না নাকি কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারেনি। তাই সে পিতামাতার উপদেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো।

একদিন সকালে সে নিজের বাগানে ফুল গাছে পানি দিচ্ছে। সে দেখতে পেলো একটি কুকুর ছানা, একটি বিড়াল ছানা ও একটি রাজ হাঁসের ছানা তারই বাগানের দিকে এগিয়ে আসছে। সে একটু অবাক হলো বলে তবে মনে মনে ভাবলো যে হয়তো তারই মতো তারাও সকালের জগিং এ নেমেছে। তারা সবাই কাছাকাছি হলে লালমুরগীর ছানা তাদের জিজ্ঞাসা করলো -আরে ভাই আপনারা জগিং করতে নেমে এতোক্ষণ জগিং করেন?

তারা তার উত্তরে কিছু না বলে সবাই হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলো। তারা সবাই একসাথে বলতে লাগলো- আমাদের মা-বাবা এক ঝড়ে মারা গিয়েছে। আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই যে সেখানে গিয়ে উঠবো। আমরা জেনেছি তুমি নাকি খুবই দয়ালু, তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। যদি দয়া করে আমাদের একটু থাকার জায়গা দাও, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবো।

তাদের দু:খের কথা শোনে লাল মুরগীর ছানার খুবই দয়া হলো। কেননা সে নিজেও মা-বাপ হারা এতিম। ওরাও এতিম। যাক ভালোই হলো। অন্তত: সাথী পাওয়া গেলো। এই গহীন জঙ্গালে তাকে আর একা থাকতে হবে না। সে তাদের থাকার অনুমতি দেয়। তার সেই ছোট্ট বাসভবনে তাদের চারজনের একটি নতুন সংসার শুরু হলো।

এবার দেখা গেলো রাজ হাঁসের ছানাটি সারাদিন খোশ-গল্প নিয়ে মেতে থাকে। কোন কাজে আর লেখা পড়ায় তার মন নেই। ঠিকমতো স্কুলেও যাবে না। তার আশ্রয়দাতাকেও কোন কাজে সাহায্য করছে না। যদিও সবার উদ্দেশ্যে লালমুরগীর ছানা প্রতিদিনই উপদেশ দেবে- লেখাপড়া হচ্ছে পৃথিবীতে টিকে থাকার সবচে' বড় হাতিয়ার। তোমরা মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করো। লেখাপড়া জানা থাকলে জীবনে কারো সাহায্য নিয়ে চলতে হবে না। নিজে নিজেই চলতে পারবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

বিড়াল ছানাটি আবার ওসব গাল-গল্পের ধারে-কাছেও নেই। সে সারাদিন শুধু সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত। সে সারাদিনই নখে নখ পালিশ দেবে। চোখে কাজল লাগাবে। পোশাকের পর পোশাক বদলাবে। এভাবেই কেটে যায় তার সকাল -দুপুর-সন্ধ্যা।

কুকুর ছানাটির চোখে আবার রাজ্যের ঘুম। দেখে মনে হবে সে যেন কোন জমিদারের সন্তান। তার কোন বিষয়ে কোন চিন্তা নেই। যেন তার চাকর-বাকর রয়েছে বহু। তারাই তার জন্যে সবকিছু রেডি করে রাখবে। সে যেন ঘুমের জন্যেই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। নেংটি ইঁদুর ছানারা তার নাকের ডগার উপর এসে নেচে গেয়ে যায় অথচ তাতেও তার ঘুম ভাঙ্গেনা। সূর্যের আলোকে আড়াল করার জন্যে চোখে রুমাল বেঁধে সে দিনে ঘুমাবে। অথচ আশ্রয় দাতার জন্যে তাদের কী কোন কিছু করার নেই? তারা কী এতোই অকৃতজ্ঞ?!

তাদের আশ্রয়দাতা সেই লাল মুরগীর ছানা এদের এসব কার্যকলাপে বিন্দুমাত্র বিরক্তবোধ করছে না। সে নীরবে তার ঘরের এবং বন্ধুদের সব কাজ করে যাচ্ছে। সে ঘর-দোর পরিস্কার করবে। সবার কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেবে। রান্নাঘরের এবং অন্যান্ন আবর্জনা সে পাষ্টিক ব্যাগ ভরে বাহিরের ডাষ্টবিনে ফেলবে। বাড়ির লনের ঘাস কাটবে। কাটা ঘাস এবং গাছের শুকনো পড়ে থাকা পাতাগুলো কুড়িয়ে লনকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। এমনকি বাজারে গিয়ে সে বাজার সওদা নিয়ে এসে একাকী রান্নাঘরে পাকাবে। পাকঘরে তাকে সাহায্য করার জন্যে কখনই সে বন্ধুদের কাউকে পায়নি। অথচ তার পাকানো সেই খানা সবাই তৃপ্তিভরে প্রতিদিনই খায়। সে কখনও রাগ করেনি। শুধু ভাবে ওরা বাচ্চা তাই ওদের এখনো বুদ্ধিসুদ্ধি হয়নি। সময়ে ওরা সবাই বুঝবে। তাই সে সকল কাজ নীরবে করে যাচ্ছে।

একদিন লাল মুরগীর ছানা সকালের বাজার করার জন্যে রওয়ানা হলো। পথে দেখতে পেলো বেশকিছু বীজ গম পড়ে আছে। সে তা সযত্নে তুলে পকেটে রাখলো। বাজার শেষে সে যখন ঘরে ফিরলো তখন তার সকল বন্ধুদের ডাকলো- দেখো দেখো আমি চমৎকার একটি জিনিস এনেছি। এ হলো গমের বীজ। তোমাদের তিন জনের মধ্যে কে এই বীজ গমগুলো জমিনে বপন করবে? তাতে কিছুতো কষ্ট হবেই। প্রথমে জমিন তৈরী করতে হবে। ঘাস পরিস্কার করতে হবে। বীজ বপন করার পর তাতে পানি সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে আগাছা পরিস্কার করতে হবে। তারপরেই ফল পাওয়া যাবে। সেগুলো মেইলে নিয়ে গুড়ো করে আটা বানিয়ে আনতে হবে। সেই আটা দিয়ে সামনের প্রবল শীতে কোন বরফ জমা কিংবা তুষার ঝরা সকালে কেক বানিয়ে মজা করে খাওয়া যাবে। বাড়ির সকল কাজতো আমিই করি। এবার তোমরা দয়া করে কিছু করো। কিছু শেখার জন্য চেষ্টা করো। নিজের জন্যেই কিছু করো।

হাঁস বললো- স্যরি দোস্ত আমি পাড়ার ছেলে-মেয়েদের গল্প শোনানো এবং শেখানো নিয়ে এতো ব্যস্ত যে আমার বিন্দুমাত্র সময় নেই তোমাকে সাহায্য করার। অতএব তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

বিড়াল বললো- তুমি জানো আমার দ্বারা একাজ মোটেই হবে না। কেননা শুরু থেকেই আমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকি। একাজে গেলে আমার সকল কাপড়-চোপড় নষ্ট হবে। আঙ্গুলে কড়া পড়ে হাতের নরম তুলতুলে ভাবটিই নষ্ট হয়ে যাবে। সবই যখন করতে পারো দয়া করে একাজটিও তুমিই করো পিজ!

কুকুরটি বললো- ঘেউ...ঘেউ....আহ আমি এতো ক্লান্ত যে সারাদিনই আমার ঘুম ঘুম ভাব লেগেই আছে। অতএব বুঝতেই পারছো ওকাজ আমার দ্বারা হবে না।

তিন বন্ধুর এমনতরো কথা শোনে লাল মুরগী নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে নিজেই কাজটি করবে। সে তার বন্ধুদের জানিয়ে দিলো যে, তোমরা যখন ভাবছো এ কাজটি শুধুই আমার। ঠিক আছে তাহলে আমার কাজ আমিই করবো।
এবং সে তা করলো।

সে জমিন তৈরী, আগাছা ছাপ এবং বীজ বপন করে তাতে পানি সেচ নিয়মিত দিতে থাকলো। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই বপন করা গমের বীজের কচি পাতা মাটি ভেদ করে উপরে উঠলো। তার প্রথম আবাদ যখন চারা দিয়েছে তা দেখে সে আনন্দে কেঁদেই ফেললো। সে তার বন্ধুদের ডেকে বললো- দেখো দেখো আমার ছড়ানো বীজগুলো চারা দিয়েছে। এখন বলো কে আমাকে সাহায্য করবে এই গরম মৌসুমে এদের দেখাশোনা করার। এদের যত্ন নেবার। এদের নিয়মিত সেচ না দিলে এবং আগাছা ছাপ করে না দিলে এরা মরে যাবে।

হাঁস বললো-(ফ্যাঁক ফ্যাঁক) দোস্ত আমি পারবো না।
বিড়াল বললো- মিউ মিউ... আগামী শীত মৌসুমের পূর্বে আমার নাচ-গান শেখা শেষ করতে হবে। কেননা আগামী প্রতিযোগীতায় আমাকে প্রথম পুরস্কারটি পেতেই হবে। সা রে গা মা পা.. দুঃখিত আমি তোমার কাজে সাহায্য করতে পারছি না।
কুকুরটি বললো- ঘেউ....ঘেউ... আমার শুধু ঘুম ঘুম ক্ষিধে ক্ষিধে ভাব। ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।
লালমুরগীর ছানা তার বন্ধুদের কথায় কিছুটা দুঃখ পেলো বটে। তবে সে নিজেই নিজেই তা করবে বলে মনস্থির করলো।

- ও কে। তাহলে বোঝা গেলো এটাও আমার কাজ। ঠিক আছে আমার জন্যেই আমি তা করবো।
এবং সে তার সবই করলো।
পুরো গরমের মৌসুমটি সে খুবই যত্ন নিলো তার ফসলগুলোর। সে তাতে নিয়মিত পানি সেচ দিলো। আগাছা ছাপ করলো। তাতে গমের চারাগুলো দিনে দিনে বেশ লতিয়ে উঠলো। সময়ে তারা ফলবতী হলো এবং ফল দিলো। আর তা দেখে দেখে লাল মুরগী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। গ্রীস্ম পার হতে চলেছে। গমের ফল দেয়া গাছগুলো সবুজ থেকে ধুসর হতে থাকলো। মানে ফসলগুলো পেকেছে। এবার তা ঘরে তোলার পালা।

লালমুরগী আবার তার বন্ধুদের সাহায্য চাইলো।
- তোমরা কি কেউ আমাকে সাহায্য করবে?
বন্ধুরা বললো-সেটা কী ধরনের সাহায্য শুনি।
- গমগুলো জমিন হতে কেটে মাড়িয়ে ব্যাগ ভরে ঘরে নিয়ে আসা।
কুকুর-ঘেউ.....ঘেউ...বললো দুঃখিত আমি তা পারবো না।
বিড়াল-মিউ...মিউ..যেহেতু কাজটা কঠিন। আমি নরম কাজ না হলে সাহায্য করতে পারছি না বলে দুঃখিত।
হাঁসটি কয়েক পাক ঘুরে প্যাঁক প্যাঁক করে বললো-আমার অন্যকাজ আছে। তাই আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারছি না।
এবার কিছুটা বিরক্ত হয়ে লালমুরগী বললো- 'ওয়েল ওয়েল' তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকো। এটিও আমার কাজ। অতএব আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। কথাগুলো বলেই লালমুরগী কাজে হাত দিলো। এবং তা শেষও করলো।

এবার গমগুলো মিলে নিয়ে গিয়ে তা গুড়া করে আটায় পরিণত করতে হবে। এর জন্য তোমাদের কিছুটা কষ্টতো হবেই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, মেইলটি মাইল দুয়েক দুর। লাল মুরগী এবার নিজ হাতে গমগুলো একটি বড় ব্যাগে ভরে তার মুখটি শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে দিলো। এবং তা একটি ছোট্ট ট্রলিতে ভরে বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলো–তোমরা কেউ কি এবার সাহায্য করবে গমগুলো মিলে নিয়ে যেতে?

তিন বন্ধুর সেই পুরাণা একই নাকানী সুর...স্যরি, আমরা পারবো না। কাজটি যেহেতু তোমার। তাই নিজেই করগে প্লিজ!
হ্যাঁ ঠিকই বলেছো। কাজটি আমার নিজেরই। তাই আমাকেই করতে হবে বৈকি। লালমুরগী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করলো..ওয়েল ..আমি নিজেই করতে যাচ্ছি। তোমরা বরং নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকো।

সে গমগুলো ট্রলিতে ভরে নিজেই মিলে চলে গেলো। মিল মালিক ভল্লুক মহাশয় গমগুলো মিলের চাক্কিতে দিয়ে গুড়া করে আটায় পরিণত করলো। আর তা ব্যাগে পুণরায় ভরে লাল মুরগীর হাতে দিয়ে বললো– এই লও তোমার কাজ হয়ে গেছে। আর তাই নিয়ে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছলো।

সে থেকে খুব বেশীদিন পরের কথা নয়। এর মাত্র কিছুদিন পরই ধীরে ধীরে দক্ষিণের বাতাস বইতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। একটানা তিনচারদিন খুবই বৃষ্টি হলো। এর সঙ্গে বইতে শুরু করলো উত্তরের হিমেল হাওয়া। আস্তে আস্তে শীত বেশ ঝেকে বসলো। চারিদিকে তুষার পড়তে শুরু করলো। জায়গায় জায়গায় শাদা তুলার মতো তুষার ও বরফ জমে সবুজ ঘাসকে ঢেকে দিয়েছে। ঘাসখেকো প্রাণীগুলো ঘাসের খোঁজে হন্যে হয়ে বরফের উপর দিয়ে ঘুরছে আর ঘুরছে। কেউ কেউ আবার তুষার সরিয়ে মাথা নিচের দিকে ঢুকিয়ে ঘাস তুলে আনছে। এমন দৃশ্য সত্যিই দেখার মতো।

তেমনি এক সুন্দর সকালে লাল মুরগীটি ঘুম থেকে উঠেই ভাবলো হ্যাঁ আজই সেই প্রকৃত দিন যে দিনের অপেক্ষায় সে এতোদিন ছিলো। এদিনেই 'হোম মেড কেক' এর স্বাদ আর রুটির স্বাদ হবে চমৎকার। তাই সে তার হাঁস, কুকুর, বিড়াল এই তিন বন্ধুদের ডাকলো–বন্ধুরা আজ কে আমাকে সাহায্য করবে রুটি আর কেক বানাতে? দেখ দেখ আজই সেই মজার দিন। যে দিনের অপেক্ষায় আমি গমকে আটায় পরিণত করে ঘরে এনে রেখেছি।

এবারও তারা বললো– গরম কম্বলের নিচে আমরা বড়ো মজার ঘুমের আমেজে আছি। এমন মজা রেখে আমরা রুটি আর কেকের মজা নিতে চাই না। বরং এটাও তুমিই করো এবং মজাটা তুমি একাই গ্রহণ করো।
– ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমরা ঘুমাও। এ কাজটিও আমিই করছি। যেহেতু তোমরা বলছো এটাও আমার কাজ। এই বলেই লাল মুরগী কাজে মনযোগ দিলো। সে আটার সঙ্গে দুধ, ডিম, মাখন এবং লবন মিশায়ে তাতে কিছুটা পানি ঢেলে খামির বানাতে থাকলো। খামির বানায়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। তারপর সে একটি পাউরুটি বানানোর পাত্রে খামির পুর্ণ করে বৈদ্যুতিক ওভেনে ঢুকিয়ে দিলো। পাকঘরেই সে অপেক্ষা করতে থাকলো পুরো কেক তৈরী হওয়া পর্যন্ত এবং যাতে তা পুড়ে না যায়।

কেক যখন তৈরী হয়ে এলো তখন তার সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তীব্র শীতের সকালে এমন সুগন্ধ লাল মুরগীর তিন বন্ধুকে বিচানা হতে উঠে আসতে বাধ্য করলো। তারা সবাই শীতের কম্বল ছেড়ে দৌড়ে এলো কিছেনের কাছে। তারা লাল মুরগীর কাছে জানতে চাইলো যে, সে এমন কি তৈরী করেছে যার মাতোয়ারা গন্ধে তারা বিচানা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। লাল মুরগী তার তিন বন্ধুর এমন হাবা মার্কা

প্রশ্নের উত্তরে বললো- নিজের জন্যেই কিছু একটা তৈরী করেছি। এর গন্ধে যদি তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে থাকে তাতে আমি সত্যি দুঃখিত।
তিন বন্ধু এতে ভদ্রতা দেখাতে দেরী করেনি। তাই তারা সমস্বরে বললো- নো নো ইট্স ওকে। তবে বল না ওটা কি জিনিস?
এ সময়ে লাল মুরগী ওভেন থেকে কেকটি বের করে আনলো। আর তার মৌ মৌ গন্ধ ঘরময় বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। তিন বন্ধু তা দেখে এবার লালমুরগীর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের সবার জ্বিবে পানি এসে গেছে।

লাল মুরগী এবার সবার দিকে তাকিয়ে বললো- আমার বানানো এই কেকটি খেয়ে শেষ করতে তোমরা কে কে আমাকে সাহায্য করবে?
বিড়াল লাফিয়ে উঠে বললো-মিউ মিউ আমি তোমাকে সাহায্য করবো।
কুকুরটি দু'পা এগিয়ে এসে বললো-ঘেউ....ঘেউ আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করতে পারি।
হাঁসটি জোরে ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে উঠলো এবং বললো- সবার চেয়ে আমি তোমাকে বেশী সাহায্য করতে পারি। একবার দায়িত্ব দিয়েই দেখ না।
লাল মুরগী এদের সবার কথা শুনে এবার মুখ খুললো- বেশ বেশ। তোমরা তো দেখছি বেশ স্মার্ট। শুধু খাবার বেলায় দেখছি সবায় আমাকে সাহায্য করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছো। এবার আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দেবে কি?
এক. গমের জমিন তৈরীতে এবং তা বপন করে তারপর ক্ষেতের যত্ন নিতে তোমরা কেউ কি আমাকে সাহায্য করেছিলে?
উত্তর অত্যন্ত সহজ..
কেউ সাহায্য করো নি। ওটা আমার কাজ বলেছিলে সবাই তাই আমি একাই তা করেছি।
জমিন হতে গমগুলো কেটে বাড়ি পর্যন্ত এনে তা মাড়াই করে গম আলাদা করে তা ব্যাগ পর্যন্ত ভর্তি করতে কেউ কি সেদিন আমাকে সাহায্য করেছিলে?
এবারের উত্তরও অত্যন্ত সহজ..
কেউ আমাকে সাহায্যে এগিয়ে আসো নি। সে কাজগুলোও আমি একাই করেছি। তোমরাই বলেছিলে সেটা আমার কাজ।
সর্বশেষে গমগুলোকে আটা বানাতে মানে গুড়ো করতে মিলে নিয়ে যেতে তোমরা কেউ কি সাহায্য করেছিলে? করোনি। তখনও বলেছো ওটা আমার কাজ।
অবশ্যই আমার কাজ ছিলো ওটা। তাই আমিই করেছি তা।
আর আজ সকালে তোমাদের এমন করে ডাকলাম যে কেক বানাতে সবাই উঠে এসো। কিন্তু তোমরা আজও কাজের ভয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এলেনা। আমাকেও সাহায্য করলে না। তাই আমি একাই সব কাজগুলো করে শেষ করলাম।

তোমরাই বলেছো এটা আমার কাজ, ওটা আমার কাজ। তাই সব কাজইতো আমি একাকী করলাম। অতএব এই কেকটি খেয়ে শেষ করাও কিন্তু একমাত্র আমারই কাজ। আমি তাই করছি। এখানে কারোই সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। বরং তোমরা গিয়ে ঘুমাও। এই বলেই লাল মুরগী সবাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেকটি মজা করে খেতে লাগলো। অন্য সবাই মাথা নিচু করে আফসোস করে করে নিজেদের ধিক্কার দিতে থাকলো। তারা একে অন্যকে গালি দিয়ে বলতে থাকলো-হায় অন্ততঃ আজ সকালেও যদি লাল মুরগীকে সাহায্য করা যেত, তাহলে এমন সুযোগটি আজ হাত ছাড়া হতো না। তারা প্রতিজ্ঞা করলো জীবনে কোনদিন তারা কাজকে ভয় করবে না। অলসতায় কাজ থেকে দুরে থাকবেনা।

***

পাপ্পা মাম্মা এন্ড বেবী বিয়ার

তোমরা জানো ভল্লুক মানেই ভীষণ হিংস্র প্রাণী। মানুষ কিংবা অন্যান্য যে কোন প্রাণী পেলেই তারা অমনি ধরে ঘাপুস ঘুপুস খায়। কারো সম্পর্কে যেমন সব না জেনে এমনি ভাবা ঠিক নয় ঠিক ভল্লুকের ব্যাপারেও সব না জেনে তাদের এমন ঢালাও ভাবে অপরাধী করা ঠিক নয়। ভল্লুকদেরও মা বাবা বেবী আছে। তাদেরও দরদভরা হৃদয় আছে আমাদের মা বাবাদের মতোই। কোন মানুষ বনের মাঝে পথ হারিয়ে ফেললে বা কোন বিপদে পড়লে ভল্লুকরা সেই বিপদের মানুষদের খায় না বা আক্রমন করে না। বরং তারা তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কানে কানে অনেক কথাও বলে যায়। এমন কাহিনীও নিশ্চয়ই তোমরা পড়ে থাকবে।

আজ তোমাদের এক ভল্লুক পরিবারের কিস্‌সা বলবো। তারা তাদের ছোট্ট অথচ ছিমছাম বাড়িতে বসবাস করতো। সেই পরিবারের একটি মাত্র মেয়ে সন্তান। যার নাম তারা আদর করে রেখেছে 'বেবী বিয়ার'। বেবী বিয়ারের পিতার নাম পাপ্পা এবং মাতার নাম মাম্মা বিয়ার। তারা তিনজনে তাদের ঘরের তিনটি আলাদা আলাদা কামড়ায় ঘুমাতো। তাদের তিনজনই নিজেদের জন্য সব কিছু আলাদা আলাদা ব্যবহার করতো। কারোটাই কেহ স্পর্শ করতো না।

তাদের দৈনন্দিন 'সিডিউল' অনুযায়ী প্রতিদিন সকালের নাস্তা তৈরী করে তা কিছুটা ঠান্ডা হবার জন্যে তিনটি আলাদা পাত্রে রেখে দেয়া হতো। কাজটি করতো মাম্মা বিয়ার। প্রত্যেকটি আলাদা খাবার পাত্রে সবার নামও লেখা রয়েছে। প্রতিদিনের মতো তিনজনই নাস্তা তৈরীর পর সামান্য ব্যায়াম ও ফ্রেস অক্সিজেন গ্রহন করার জন্যে বেরিয়ে পড়তো। বেবী বিয়ারের পাপ্পা জানে যে, সকালের কিছুটা ব্যায়াম, একটু হাটাহাটিতে ফ্রেস অক্সিজেন গ্রহণ সারাদিন শরীরটাকে অত্যন্ত ঝরঝরে রাখে। সকল কাজে পাওয়া যায় দারুন এনার্জি। মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরে এসে তারা একসাথে খাবার টেবিলে বসে নাস্তা করতো। ইহাই ছিলো তাদের প্রাত্যহিক নিয়ম।

একদিন সকালে সবেমাত্র মাম্মা বিয়ার নাস্তা তৈরী শেষে তা টেবিলে সাজিয়ে রেখে সকালের ভ্রমনে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে তাদের বেরিয়ে পড়ার মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো পাশের গ্রামের ছোট্ট অথচ দারুণ দুষ্টু মেয়ে রিজা। রিজা হঠাৎ করেই খাবারের মৌ মৌ গন্ধ পেলো। সে বাড়িটির ছোট্ট জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ডাকলো-হ্যালো কেউ কি ভেতরে আছো? একে একে সে কয়েকবার ডাকলো। কিন্তু কারো কোন সাড়া শব্দ পেলো না। তাই একটু ভেবে রিজা বাড়ির দক্ষিণের ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো। ঢুকেই সে দেখতে পেলো একটি খাবার টেবিলে তিনটি নাম লেখা খাবারের ছোট বড় পাত্র সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। আর তাতে রয়েছে খুবই সুস্বাদু খাবার। যার মৌ মৌ গন্ধে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। তার ক্ষিদেও পেয়েছে খুব।

এবার সে মনস্থির করলো যে সে খানাগুলো খেতে শুরু করবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবলো একেতো সে এ ঘরের লোকজনের অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করেছে। এটাইতো মস্ত অপরাধ। সেখানে আবার তাদের খানা খাবে, যা তারা তৈরী করে সবেমাত্র বাহিরে গিয়েছে মনে হচেছ। না এমনটি সে করবে না। করলে অবশ্যই বাড়ির লোকজন ভীষণ 'মাইন্ড' করবে।

অতএব সে দ্বিতীয় অপরাধটি করবে না। তাই সে এবার ঘরের তিনটি কামরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো যদি কাউকে পাওয়া যায়। সে আওয়াজ দিতে লাগলো–কেউ কি ঘরে আছো? না এবারও কারো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। এবার সে খানার টেবিলে রাখা খানাগুলোর প্রতি নজর দিলো দেখলো সে খানার পাত্র হতে এখনো বাস্প উড়ছে। মানে কিছুক্ষণ আগেই খানা পাকিয়ে এই ঘরের লোকজন হয়তো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে গিয়েছে। এর মানে এক্ষণই তারা ফিরে আসবে।

রিজার মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো। এইতো সুযোগ এখনই সে খানাগুলো খেয়ে চলে যাবে। তাই সেই টেবিলে রক্ষিত একটি চামচ দিয়ে তিন পাত্রে একে একে খানার স্বাদ নিতে শুরু করলো। সে পাপ্পা বিয়ারের পাত্র হতে কিছু খাবার নিয়ে মুখে দিয়েই হা করে রইলো।..ওরে বাপরে ইহা দেখছি ভীষণ ঝাল্...! ইহা খাওয়া সম্ভব নয়। পরে সে মাম্মা বিয়ারের পাত্র হতে কিছু খাবার নিয়ে সে মুখে দিলো। ওহ নো ইহা দেখছি খুবই টক্ । না এটাও খাওয়া সম্ভব নয়। এবার সে চামচ দিয়ে বেবী বিয়ারের পাত্র হতে কিছু খাবার মুখে দিতেই তা ভালো লেগে গেলো। ওয়াও ইটস্ পারফেক্ট। এটা খাওয়া সম্ভব। ইহা প্রথমমতঃ কম গরম দ্বিতীয়তঃ খানাটি বেশ নরম এবং মিস্টি। তাই তড়িঘড়ি ঘাপুস ঘুপুস করে বেবী বিয়ারের পাত্রের খানা সব সাবাড় করে দিলো।

খানা শেষে দাঁত ব্রাস করা তার নিত্যদিনের অভ্যেস। ঘরের কোনে কোনে সে দেখলো কোথাও সে ব্রাশ খুঁজে পেলো না। আসলে সে ভুলেই গেছে যে সে অন্যের বাড়িতে ঢুকে অন্যায়ের পর অন্যায় করেই যাচ্ছে। সে এবার খাবারের ক্লান্তি অনুভব করলো। তাই সে একটু বসে বিশ্রাম করতে চেয়ার খুঁজলো। সে দেখলো তিনটি চেয়ার যাতে আলাদা আলাদা নাম লেখা রয়েছে। পাপ্পা বিয়ারের চেয়ারে বসে দেখে ইহা তার জন্য খুবই বড়ো এবং খুব শক্তও বটে। তাই সে মাম্মা বিয়ারের চেয়ারে বসলো। না এটা খুবই নরম গদিওয়ালা চেয়ার। এতে বসে মজা পাওয়া যাবে না। তাই বেবী বিয়ারের ছোট্ট চেয়াটিতে বসলো। এবার সে মজা অনুভব করলো। কেননা চেয়ারটি তেমন নরমও নয় শক্তও নয়। সবচে বড়ো কথা চেয়ারটি তার উপযুক্ত এবং ছোট্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারটি ভেঙ্গে সে ধপাস করে মাটিতে ছিটকে পড়লো। উহু! বলে সে মৃদু চিৎকার করলো। না। সেটাও তারজন্য উপযুক্ত চেয়ার ছিলো না।

এতো কিছুর মাঝেও রিজার জোয়ার ভাঙ্গা ঘুম আসছে তার দুচোখ ভরে। ঘুমের ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু। সেদিন ঘুম পরীদের কাছে যতো ঘুম ছিলো সবই যেন রিজার জন্যে চলে এসেছে। রিজা যে অন্যের বাড়িতে আছে। সে কথা সে আর মনে করতে পারছে না। তাই সে ভাবলো যে, না এবার একটু ঘুমিয়ে শরীরটা ঝরঝরে করে নেয়া যাক। তাই সে পাপ্পা বিয়ারের কামড়ায় গিয়ে সে বেডে শুয়ে পড়লো। না এখানে ঘুমানো সম্ভব নয়। কেননা এই বিছানাটা খুবই শক্ত। এবার সে মাম্মা বিয়ারের কামড়ায় গিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো। না। এখানেও তার ঘুম হবে না। কেননা এই বেডটি খুবই নরম। সর্বশেষে সে গেলো বেবী বিয়ারের কামড়ায়। বেবী বিয়ারের বিছানায় শুয়েই সে মজা পেলো। যা বেশী নরমও নয় এবং বেশী শক্তও নয়। স্বল্প সময়ে মধ্যেই তার নাকডাকা গভীর ঘুম চলে এলো।

পাপ্পা মাম্মা এবং বেবী বিয়ার প্রভাতী ভ্রমন শেষে বাড়ি ফিরে দেখে তাদের ঘরের দরজা খোলা। তাতে তারা অবাক হলো। তারা ভাবছে তবে কি তাদের অবর্তমানে কোন চোর ডাকাত ঘরে ঢুকেছে!?
পাপ্পা বিয়ার মাম্মা বিয়ারের এমনতরো কথা উড়িয়ে দিয়ে বললো–না না এই বনের কারো এমন বুকের পাটা নেই যে তারা বিয়ারের ঘরে ঢুকে।

তবুও তারা তড়িৎ সচেতন হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই 'সাম থিং রং'। তারা ডাইনিং টেবিলে রক্ষিত খাবারের হাল দশা দেখে মনে চরম হোচট খেলো। এবার পাপ্পা বিয়ার বললো–নিশ্চয়ই কেউ আমাদের ঘরে এসেছিলো। কিন্তু কে আসতে পারে?! তবে কি বিড়াল, কুকুর কিংবা শেয়ালদের কেউ ভুলে এখানে ঢুকে

পড়েছিলো?! এবার মাম্মা বিয়ার বললো- তাদের তো এমন সাহস হবার কথা নয়। তারা সবাই জানে এর ভয়াবহ পরিণতি। তারা ভুলেও এপথে আসবে না তাতে আমি নিশ্চিত।
- আচ্ছা আচ্ছা তা না হয় বুঝলাম। তবে কি এমন প্রাণী এ বনে আছে যে আমাদের অবর্তমানে ঘরে ঢুকে আমাদের খানার পাত্রে হাত দিতে পারে? পাপ্পা বিয়ারের কথা শেষ না হতেই বেবী বিয়ার চিৎকার করে উঠলো - হায় দেখো দেখো কে যেন আমার খানা খেয়ে ফেলেছে। আমি এখন কি খাবো? এই বলেই সে কান্না জুড়ে দিলো।

মাম্মা বিয়ার তার বেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো-মামনি কেঁদোনা। আমি তোমাকে এর চেয়েও মজার খানা তৈরী করে দেবো। আমাকে জাষ্ট দশ মিনিট সময় দাও। নিজ বেবীকে সান্ত্বনা দিয়েও মাম্মা বিয়ার এবার কিছুটা চিন্তিত হলো। তাহলে কে ঘটাতে পারে এমন সাত সকালে এমনি কান্ড!? বেবী বিয়ার তার ভাঙ্গা চেয়ার দেখে আবারও হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। ...দেখো দেখো মাম্মি কে যেন আমার এমন মজার চেয়ারটি ভেঙ্গে ফেলেছে। আমি এখন কোথায় বসবো?

পাপ্পা বিয়ার এবার বললো- যেহেতু এই বনের কারো এমন হিম্মত নেই যে, আমার ঘরে ঢুকে। নিশ্চয়ই কোন দৈত্যদানব ঢুকেছে। এবং আমার মনে হচ্ছে সে এখনো ঘরের কোন কোনে লুকিয়ে আছে। আমার কিন্তু তেমন সন্দেহ হচ্ছে। চলো আমরা তিন দিক থেকে খুঁজে দেখি। তারা তিনজনেই হাতে হাতিয়ার নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো আজ যাকে পাওয়া যাবে তাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ছাড়বে। ঘরের সমস্ত ফাঁক-ফোঁকর তারা দেখতে শুরু করলো। তাদের হাতে দা-শাবল এবং কুড়াল। অবস্থা খুবই শঙিণ।

পাপ্পা বিয়ার তাদের বিছানা এলো মেলো দেখে তার আরো বেশী সন্দেহ হলো যে, নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছে তাদের ঘরে। যে এমন সব কান্ডকীর্তি ঘটিয়েছে। সে নিশ্চয়ই এখনো তাদের ঘরেই আছে। তারা খুঁজছে তন্ন তন্ন করে। হঠাৎ করেই উত্তরের কামরা থেকে বেবী বিয়ারের চিৎকার এলো। পাপ্পা এবং মাম্মা দুজনেই সেদিকে দৌড়ে গেলো। এবার বেবী বিয়ার কিছুই বলতে পারছেনা। শুধু ইশারায় সে দেখাচ্ছে কাউকে...।

এদিকে বেবী বিয়ারের চিৎকারে রিজার কাচা ঘুম ভেঙে গেলো। সে ভল্লুকের গায়ের ভ্যাপসা গন্ধ পেলো। সে লাফিয়ে উঠলো এবং দুচোখ কচলাতে কচলাতে সামনে দেখলো তিন তিনটে ভল্লুক দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো। সে চিৎকার দিয়ে বললো ...ও গড্ এ দেখি বিয়ার...সেফ মি গড প্লিজ সেফ মি....কে আছো বাঁচাও.....বলে পেছনের খোলা জানালা দিয়ে সে এক লাফ দিয়ে বাহিরে গড়িয়ে পড়লো। হাত পায়ে ব্যাথা পেলো সে। তবুও কোন রকমে উঠে খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়িমরি করে দেয় দৌঁড়। গ্রামের সেই দুষ্টু মেয়ে রিজার দৌড়ের বহর দেখে পাপ্পা বিয়ারতো হেসে কুটিকুটি। মাম্মা বিয়ারও তাতে যোগ দিলো।

এবার বেবী বিয়ার ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বললো-কোথায় তোমরা ওকে ধরে সাজা দেবে। তা না করে তোমরা দুজনেই সেই দুশমনকে নিয়ে মজা করছো আবার হাসছো?! পাপ্পা বিয়ার হেসে বললো- না মামনি সেও তোমার মতোই একটি অবুজ ছোট্ট ঘুমকাতুরে মেয়ে। থাক থাক তাকে যেতে দাও। এমনিতেই সে খুউব ভয় পেয়েছে। তার উপর যদি তার পেছনে আমরা ধাওয়া করি তাহলে সে ভয়ে ঘুরে পড়ে মারাও যেতে পারে। তাতে আমাদের ভীষণ অপরাধ হবে। যাতে গড আমাদের খুব কঠিন সাজা দেবেন।
বেবী বিয়ার বললো-সে আমার বেডে শুয়েছে, আমার নাস্তা সাবাড় করেছে, আমার চেয়ার ভেঙ্গেছে তারপরও....

–না লক্ষ্মীসোনা। সে তোমার মতোই অবুজ শিশু। তার কি আপন পর কোন কিছুর জ্ঞান আছে? তোমার মতোই সে শুধু জানে খেতে, খেলতে এবং ঘুমাতে। তবে সে যদি আমাদের সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতো তাহলে আমরাই তাকে আদর করে ঘরে এনে আরো ভালো ভালো খাবার খাইয়ে দিতাম। সে জানে না যে কারো ঘরে ঢুকতে হলে সে ঘরের মালিকের প্রথম অনুমতি নিতে হয়। নতুবা দোষ হয়। এই ধরো যেটার মালিক তুমি নও, মানে যা তোমার নয়, অন্যের, সেটা তোমার যতই দরকার হোক না কেন সেই জিনিসের মালিকের অনুমতি ছাড়া তা তুমি ধরতে পার না। ধরলেই তোমার দোষ হবে, অপরাধ হবে। তার জন্য গড তোমাকে শাস্তি দেবে। সে বাচ্চাটাও বুঝতে পারেনি বলেই এমনটি করেছে। থাক তাকে মাফ করে দাও। এর বিনিময়ে তুমিও ফল পাবে। গড তোমাকে ভালো ফল দেবে। এই ধরো তুমি বুঝের ভুলে কোথাও অপরাধ করে ফেলেছো, সেখানে তুমিও মাফ পেয়ে যাবে। মানে সে ব্যবস্থা গড্ ই করে দেবেন। ইহাই দুনিয়ার হিসেব-নিকেশ, এটাই নিয়ম। এমনি সব মিষ্টি মিষ্টি উপদেশের বাণী শুনিয়ে নিজ বাচ্চাকে সান্ত্বনা দেয় মাম্মা বিয়ার।

* * *

মৌশিশু জিগ্‌জেগ

(পথহারা এক মৌশিশুর কষ্ট)

দল বেঁধে চলা মৌমাছিদের সামাজিক নিয়ম। তারা কঠিন কঠিন সব নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মানুযায়ী দলবেঁধে তারা ঘরদোর তৈরী, খাবার সংগ্রহ, কোথাও বেড়াতে যাওয়া সকল কাজই করবে। এর ব্যতিক্রম হতেই পারে না। তারা তা হতে দেয় না। তারা জানে পূর্বে সূর্য উঠা এবং পশ্চিমে ডুবে যাওয়াও কিন্তু একটি কঠিন নিয়ম। এই পৃথিবীতে নিয়ম মতো না চললে কোনদিন উন্নতি করা যায় না। এর ব্যতিক্রম হলেই যতো বিপদ! তেমনি এক মৌশিশু জিগজেগ যার নাম। একদিন নিয়মের বাহিরে চলতে গিয়েই হারালো সে বাড়ি ফেরার পথ। কারণ সে যে বন্ধুদের সঙ্গে দুরের এক ফুলবনে মধু সংগ্রহে গিয়েছিলো। আর সেখানে গিয়েই সে পেয়েছিলো তার মনের মতো অনেকগুলো ফুল। যা তাকে বহুদিনের স্বপ্নে দেখা দিতো। আজ সে তা বাস্তবে পেয়েছে। এমন ফুলেদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলা তার বহুদিনের সখ ছিলো। সে ফুলেদের সঙ্গে সখ্যতায় ব্যস্ত। ভুলে গেলো তাদের একটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। সবাই ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে পরে তাকেই ফেলেই ওরা চলে যায়। আর পড়ে যায় মহাবিপদে মৌশিশু জিগজেগ। সে হারিয়ে ফেলে বাড়ি ফেরার পথ!!

যদিও সে ওসব ফুলের নাম জানে না। নাম না জানলে কি হবে? এই দুনিয়াতে অনেক কিছুরই নাম মানুষ জানে না। আর তারা তো প্রাণী- কীট পতঙ্গ। নাম জানা না থাকলেও অনেক কিছুই প্রথম দেখাতে পছন্দ হয়ে যায়। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তেমনি ভাবেই জিগজেগ সেই বনফুলগুলোকে ভালোবাসছিলো। এ জাতীয় ফুলগুলোর বিচিত্র রঙের পাপড়িগুলো দীর্ঘদিন তার স্বপ্নের মাঝে ধরা দিতো। তাই তাদেরকে বাস্তবে পেয়ে সে রীতিমতো মিতালী পাতিয়ে বসলো। আর ফুলগুলোকে আদর করে করে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে গেয়ে মধু আহরণ করছিলো।

বাড়ি ফেরার সময় তাই তার বন্ধুরা যখন তাকে ডাকাডাকি করেছিলো, সে ডাক তার কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেনি। যার ফলে সে হারালো পথ। পড়লো মহাবিপদে! সে আরো একবার এমনিভাবে বন্ধুদের হারিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথ ভুলে চরম বিপদে পড়েছিলো। ভাগ্যিস সেদিন সে পথে অন্য একটি মৌমাছির দল যাচ্ছিলো। সে তাদের অনুরোধ করাতে তারা তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কিন্তু জিগজেগ আজকে কাউকেই পাচ্ছেনা যে তাকে সাহায্য করতে পারে। তাই সে কেঁদে কেঁদে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে যায়।

সে গোলাকার হয়ে গুঞ্জন করে উড়ছে আর কাউকে পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে। এমনি সময় সে দেখতে পেলো বনের মধ্যদিয়ে শিকারীদের চলাচলের একটি ঘাসের পথের এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে একটি সবুজ ঘাসপোকা। যাকে আমরা লেদাপোকাও বলে থাকি। জিগজেগ ছিলো আধো আধো বোলের শিশু মৌমাছি। সবে মাত্র উড়তে শিখেছে। তাই সে আধো আধো বোলে সেই লেদা পোকাটিকে অনুরোধ করলো তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। যে কথাগুলো শুধুমাত্র সব শিশুর মায়েরাই বোঝতে পারে। অন্যকারো পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব! বিশেষ করে এই ব্যস্ততম বিশ্বে কারই বা এতো সময় আছে যে অন্যের শিশুর আধো আধো বোলের কথা বোঝতে সময় নষ্ট করবে!?

শিশুটির সেই আধো বোলের অর্থ এই যে, যা সে লেদাপোকাটিকে বলছে... আমি কি তোমার সঙ্গে বাড়ি যেতে পারি?
– না বাবা না। তোমরা হচ্ছো গিয়ে মৌমাছিদের জাত। আমি থাকি বড় বড় সব সবুজ ঘাসের ভেতর। সেখানে বাবা তোমার জায়গা হবে না। স্যরি স্যরি। বাই বাই!

মৌশিশু জিগজেগ এখানে ব্যর্থ হয়ে উড়ে উড়ে এবার খুঁজে পায় বড়ো একটি পুকুর। যেখানে সারি সারি লাল পদ্ম ফুটে আছে। এমন বিপদেও সে লাল পদ্ম দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠে। ওয়াও..ইট্স ওয়ান্ডারফুল...!! এবং সে দেখতে পেলো সেখানে একটি ব্যাঙ স্বাধীনভাবে ডুবাডুবি করছে।
জিগজেগ নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলো.. ক্যান আই কাম হোম উইথ্ ইউ?) আমি কি তোমার সঙ্গে বাড়ি আসতে পারি? মৌশিশুটি মুখে এমনি কথা শোনে ব্যাঙতো অবাক! ...বলে কি এই হতচ্ছাড়াটি?
ব্যাঙটি মৌশিশুকে বললো– নারে বাছাধন। আমি তো ঠান্ডা এ দীঘির গভীর জলের নিচে বাস করি। সেখানে মৌমাছিদের স্থান নেই। তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার না। স্যরি মাই স্যন! এই বলেই সে দিলো এক ডুব। আর কে পায় তাকে। জিগজেগ অনেক্ষণ দীঘির উপর উড়াউড়ি করেও আর ব্যাঙটির দেখা পেল না।

তখন জিগজেগ অনোন্যপায় হয়ে উড়াল দিলো উঁছু গাছের দিকে। অন্যের সাহায্যের জন্য ঘুরতে ঘুরতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তাই সে ভাবলো এবার একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। একটি জামরুল গাছের কচি পাতার উপর সে গা এলিয়ে দিয়ে বসলো। দক্ষিণের নদী ছোঁয়া বাতাস তার শরীর মন বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠতে লাগলো। এমনি সময় সে দেখতে পেলো ঠিক জামরুল গাছটির নিচে একটি নাইটিংগেল পাখি একটি শিশু পোকাকে ধরার জন্য ধাওয়া করছে। সে একটু ভয় পেয়ে গেলো। আমিও তো শিশু যদি সে পাখিটি আমাকেও ধাওয়া করে। শোনেছি নাইটিংগেল পাখি গানের পাখি। তারা আবার এমন হিংস্রও হতে পারে, অত্যাচারী হতে পারে? পরক্ষণেই তার মনে পড়লো তার দাদু তাকে বলেছে এ হচ্ছে গডের দান। এটাও তার জন্য বৈধ মানে হালাল। গড তাতে অনুমতি দিয়েছে।

অনেক সাতপাঁচ ভেবে সে সাহস নিয়ে ভো করে উড়াল দিয়ে পাখিটির কাছাকাছি গিয়ে বসলো। 'আই ডন্ট কেয়ার' আমিতো উড়তে পারি। যদি সে আমাকেও ধাওয়া করে তবে আমি নিশ্চিত যে, সে আমাকে ধরতে পারবে না। বিপদমুক্ত দুরত্ব বজায় রেখে যদি তার কাছে বাড়ি যাওয়ার পথটি জেনে নেয়া যায় তাতেই আমার লাভ।

সে আস্তে করে বললো–আমি কি তোমার সঙ্গে বাড়ি যেতে পারি?
তখন পাখিটি সেই পোকাটিকে মুখে পুরে গোগ্রাসে গেলার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেই শিশু পোকাটির নিদারুণ চিৎকারে আকাশ পাতাল কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। এমন দৃশ্য দেখে তার খুবই কষ্ট হলো। আবারও তার দাদুর কথা মনে পড়লো–গডের এতে অনুমতি আছে। সে ইহা খেতে পারে। তবে দাদু এও বলেছিলেন নাতি পথ চলতে একটু বেশী সাবধানে চলবে।

পাখিটি এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলছে–কেরে বাছা তুই আমার এমন ক্ষিধের সময় ডিষ্টার্ব করিস?
–আংকেল আমি কি তোমার সঙ্গে বাড়ি যেতে পারি?
–নারে বাপু না। আমিতো গহীন বনে একটি গোপন বাসাতে ছোট্ট তিনটি কচি বাচ্চা নিয়ে থাকি। সেখানে তোমাকে স্থান দেয়া যায় না। আমার বাচ্চারা তোমাকে দেখলে ভয় পাবে। তুমি একটুখানি বিরক্ত হলেই তাদের হুল ফুটিয়ে দেবে। তাতে তারা মারা যাবে। অতএব আমি জেনে শোনে নিজে খাল কেটে কুমীর ঘরে আনতে পারি না। এই বলেই সে দ্বিতীয় পোকার উদ্দেশে উড়াল দিলো। কেননা আজ তার অনেকগুলো খাবার দরকার। তার তিনটি বাচ্চা তার পথ চেয়ে বসে আছে।

মৌশিশুটি এবার গুঞ্জন তুলে আবার উড়াল দিলো। সে এবার আবিস্কার করলো দুটি শেয়ালকে। যারা গর্ত করা নিয়ে ব্যস্ত। মৌশিশুটি ভাবলো এটা একটা 'গ্রেভ ইয়ার্ড' (কবরস্থান) নিশ্চয়ই আশে পাশে কোন লোকালয় আছে। আর শিয়াল দুটি কেন এখানে কবর খুড়ছে তা তার শিশু মস্তিস্কে ঢুকছে না। পরক্ষণেই সে ভাবলো-অতো কিছু ভেবে আমার কাজ নেই। আমার দরকার বাড়ি ফেরার জন্য সাহায্য। এদের কাছে যদি সাহায্য পাওয়া যায় তাতেই আমি খুশি।

-'ক্যান আই কাম হোম উইথ ইউ? মোশিশুটি জিজ্ঞেস করে শিয়ালকে। এর উত্তরে শিয়াল কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। মৌশিশুটি দিকে চেয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। শিয়ালরা হলো পশুদের মধ্যে পন্ডিত মহাশয়। তাদের বুদ্ধির জুড়ি নেই। তারা সব সময়ই ভেবে চিন্তে কথা বলে। মৌশিশুটির বলার ঢং সে লক্ষ্য করলো। সে আধো আধো বোলে যা বলেছে তার সারমর্ম হচ্ছে-সে বাড়ি ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখন তাকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করছে। শিয়াল তার নিজ বুদ্ধিমত্ত্বা দিয়ে ঠিকই শিশুটি বলার মর্ম উদ্ধার করেছে।

ঠিক তখনই শিয়ালটির মনে পড়লো গত বছরের কথা। সে এক মহা ইতিহাস। মহাবিপদও বটে!! তার মধু খাবার বহুদিনের সখ পূরণ করতে গিয়ে একরাতে দিয়েছিলো এই মৌমাছিদের বাসায় হানা। তাও ছিলো মধ্যরাত। স্বভাবতই সে সময়ে সবাই গভীর ঘুমে অচেতন থাকার কথা। কিন্তু মৌমাছিরা ছিলো সবাই সচেতন। মানে তাদের নাইটগার্ড ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। তারাই চিল্লায়ে সবাকে জাগিয়ে তোলে। আর সবাই আমাকে চোর ভেবে এমনিভাবে হুল ফুটিয়েছিলো যে, যার ব্যথা দুর করতে আমাকে সুদুর সাংহাই যেতে হয়েছিলো। কেননা দেশের সকল ওজা-বৈধ্য-কবিরাজ বলেছে চীনের সাংহাইতে গিয়ে তুমি আকুপাংচার করে আস। আকুপাংচার না করালে তুমি জীবনেও সুস্থ হতে পারবে না। এবং শিয়ালের মতো ডাকতে পারবে না। (প্রকাশ থাকে যে, সে শিয়ালটি মৌমাছিদের হুল ফোটানোর পরে শিয়ালের ডাক ভুলে গিয়ে গাধার মতো ডাকতো)

কষ্টে ভরা সেই অতীতের কথা মনে পড়াতেই শিয়ালটি হঠাৎ বলে ওঠলো-'স্যারি ইয়াং বিই' আমরা খুবই অন্ধকার গুহায় বসবাস করি। সেখানে তোমার মতো মৌশিশুদের থাকা সম্ভব নয়। তুমি অন্য চেষ্টা করো। আমরা তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তারা তাদের কাজে মনযোগ দিলো।

এভাবেই সবার কাছে একে একে ব্যর্থ হয়ে মৌশিশুটি কিছুটা ভেঙে পড়েছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজকে শক্তও করার চেষ্টা করেছে। যা তার দাদু এবং মা বাপের কাছে জেনেছে। যেমন এই পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যা নিজে নিজেই করতে হয়। তাতে কারো সাহায্য পাওয়া যায় না। পৃথিবী এখন এত ব্যস্ত যে, সবাই অনেকটা রবোটের মতো হয়ে গেছে।

তবুও সে ভাবলো যে এখনও কেউ না কেউ তাকে সাহায্য করবেই। পৃথিবী এখনও দয়ামায়াহীন হয়ে যায় না। দয়ালু প্রাণী কিংবা মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবী টিকে আছে। নতুবা কবেই ধ্বংস হয়ে যেতো। সে এবার অন্য চেষ্টার উদ্দেশে আবার উড়াল দিলো। দীর্ঘক্ষণ উড়তে উড়তে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তার কচি ডানাগুলো আর চালনা করা যাচ্ছিলো না। এমনি সময়ে একটি সুন্দর বাগানে একটি ছোট্ট ফুটফুটে সুন্দর মেয়েকে দেখতে পেলো। সে বাগানের ফুলগাছগুলোতে পানি সেচ দিচ্ছে।

সে ভো করে ডাইভ দিয়ে নেমে এসে একটি ফুলের গাছের ডালে বসলো। মেয়েটি তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। হায়, জিগজেগ। অনেক দিন পরে এলে। আমিতো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ভুলেই গেছো। কেমন আছো? জিগজেগের প্রাণে যেন পানি এলো। সে অনুযোগের সুরে বলতে থাকলো জানো আজ

সারাদিন শুধু অন্যের কাছে সাহায্য চেয়েছি 'আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে'। কিন্তু দেখো কেউ আমাকে সাহায্য করলো না। সবাই নিজকে নিয়েই এতো ব্যস্ত যে, আমাকে সাহায্য করার তাদের সময় নেই। আচ্ছা বলোতো আমি কি এতোই খারাপ যে, ওরা আমাকে সাহায্য করতে চায় না।

মিথুজ নামের সেই ছোট্ট মেয়েটি বললো- (ওহ্ নো- ইউ নউ) না না তুমি তো খুব ভালো শিশু। পৃথিবীর সব শিশুরাই খুব ভালো। তুমি ভুল বললে কথাটি। পৃথিবীতে এখনো অনেক ভালো মানুষ আছে। আর তুমি যেভাবে কথাটি অন্যকে বলেছো-যার অর্থ দাঁড়ায়-তারা বুঝেছে তুমি তাদের বাড়ি যেতে চাও। তাই তারা রাজী হয়নি তোমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে।

আসলে আমি তোমাকে দেখেই বুঝেছি যে, তুমি আজ বন্ধুহারা কেন? তুমি মধু আহরণে এমনই ব্যস্ত ছিলে যে, তোমার বন্ধুদের ডাক তোমার কানে যায় নি। তাই তুমি বাড়ির পথ হারিয়ে এখানে ওখানে অন্যের সাহায্য চেয়ে ফিরছো।
- হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথাটাই তুমি ধরতে পেরেছো। তুমি খুবই বুদ্ধিমতি মেয়ে। আমাকে পৌছে দেবে আমাদের বাড়ি?
-হ্যাঁ অবশ্যই। আমার বাগানেও কোন সমস্যা নেই। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। কাল তোমাদের বন্ধুরা অবশ্যই আসবে। তখন তাদের সঙ্গে চলে যেও। তুমি কি জানো? তোমাদের বাসস্থান হচ্ছে ওইযে, পুবের বড় জঙ্গালটার ঠিক মাঝামাঝি একটি বটগাছের মোটা ডালে। সেটাই তোমাদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত স্থান।

***

র‍্যাপুন্‌জেল

শিকারে এসেছিলো যুবরাজ। গভীর জঙ্গালে হরিণের আশায় ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে ফেলে পথ। হায়! এই গভীর জঙ্গল থেকে সে কীভাবে বেরিয়ে যাবে? ঘোড়া নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরছে তো ঘুরছেই। না কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা সে। সে ক্লান্ত অবসন্ন। ঘোড়াটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে একটি ইউকেলিপটাশ গাছের গোড়ায় বসে পড়লো। সে পাখিদের গান শোনে বড়ই আনন্দ পাচ্ছিলো। এমনি সময়ে কোথা হতে ভেসে এলো এক সুরেলা আওয়াজ। এতো মিষ্টি কণ্ঠ কোন মেয়ের হতে পারে?! সে ভাবতেই পারে না। এ সুর নিথর গহীন বনকে ঝংকৃত করলো। করলো তার মনকেও। তার মন উদাস হয়ে গেলো। অবশ্যই খুঁজে দেখতে হবে এ কোন মানবীর কণ্ঠস্বর।

যে এমন মধুর সুরে গাইতে পারে। যে সুরে রয়েছে এক গভীর মমতার টান। হৃদয় ছেঁড়া ঝংকার। একাকীত্ব কাটানোর এক চমৎকার বাহানা। মনে হবে কোন গানের পাখি। আপন সুরে গেয়েই চলেছে। অবশেষে সে আবিস্কার করলো একটি বিশাল টাওয়ারের চূড়ায় একটি সুন্দরী যুবতী পাখিদের সঙ্গে গান করছে। এমন সুন্দর মেয়ে সে জীবনেও দেখেনি। তার কৌতূহল এবার বেড়ে গেলো আরো বহুগুণে। জানতেই হবে সে ওখানে উঠলো কীভাবে। যে টাওয়ারের কোন সিড়ি নেই। উপরের চূড়ায় একটি জানালা ছাড়া কোন দরজাও নেই। এতো উপরে উঠলো সে কীভাবে?! তাকে জানতেই হবে... রাজকুমার মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকে....

এক বিশাল বনের পাশে ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি ঘরে বাস করতো একটি ছোট্ট পরিবার। তাদের জীবিকা ছিলো বনের কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে জীবন-যাপন করা। সুখেই আছে তারা। তাদের নেই কোন বড় স্বপ্ন। নেই কোন স্বপ্ন দেশের বড় নেতা কিংবা মন্ত্রী হবার। কোন রকমের দিন চললেই তারা খুশি। তাদের চাওয়া পাওয়া একেবারেই সামান্য। সে পরিবারে কোন সন্তানাদি ছিলো না। তাদের ঘরটির একটু দূরে একটি আশ্চর্য সুন্দর বাগান ছিলো। যে বাগানটির মালিক এক ডাইনিবুড়ি। তা তারা জানতো। ডাইনিবুড়ি তাদের কোনদিন কোন ক্ষতি করেনি। তাই তারাও তাতে কোন ভয় পেতো না। যার যার মতো নিজেরা চলছে।

একদিন হঠাৎই সেই কাঠুরিয়ার বউ অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থ হয়েই সে বার বার স্বপ্নে দেখতে লাগলো যে, তাদের বাড়ির কাছে একটি বাগান আছে, যাতে অনেক র‍্যাপুনজেল নামের ফুল রয়েছে। সেই ফুলের ভেতরে জমা সকালের শিশির যদি তার নাকে মুখে ছিটিয়ে দেয়া যায় তাতে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কাঠুরিয়া এরিমধ্যে অনেক ওজা-বৈধ্য-কবিরাজ এনেছে। তারা অনেক ঔষধও দিয়েছে। না তাতে কোনভাবেই তার স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠছেনা। একদিন তার বউ তাকে ডেকে বললো-শোনো আমি আজ কয়েকদিন ধরে কেবল স্বপ্ন দেখছি যে, র‍্যাপুজেল নামের ফুলে সকালের যে শিশির জমে তা আমার নাকে মুখে ছিটিয়ে দিলেই আমি সুস্থ হবো। এবং আমাদের অনেকদিনের একটি বড়ো আশাও পুর্ণ হবে। তা কি জানো?

-অবাক বিস্ময়ে কাঠুরিয়া তার বউয়ের কথা শুনছে। বললো সেটা কি?
-সেই ফুলটির শিশির আমার নাকে মুখে ছিটিয়ে দিলে আমাদের সন্তান হবে!
-বলো কি? এও কি সম্ভব!
-হ্যাঁ সম্ভব। প্লিজ যেভাবে পারো আমাকে একটি র‍্যাপুনজেল ফুল এনে দাও। নতুবা আমি মরে যাবো।

অনেক ভেবেচিন্তে একদিন কাঠুরিয়া গিয়ে চুপিচুপি একটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আসে। যে ফুলটি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের কদম ফুলের মতোই। এমনি করে প্রতিদিনই সে চুপি চুপি করে একটি করে ফুল নিয়ে আসে। তা তার স্ত্রীর মুখে সেই ফুলের শিশির ছিটিয়ে দিতে থাকে। দিনে দিনে তার স্ত্রী সুস্থ হয়ে ওঠে। শেষমেশ একদিন সে ধরা পড়ে যায় সেই বাগানের মালিক ডাইনিবুড়ির কাছে। বুড়ি তো রেগেমেগে তেলেবেগুন!!
-আমার অনুমতি ছাড়া তুমি আমার বাগানে হাত দিয়েছো। এখন ফুলগুলো সব মরে যাচ্ছে। আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো। তুমি তোমার গুষ্টিসুদ্ধ মরবে।

কাঠুরিয়া ভড়কে গেলো। আকুতি করে তাকে বলতে লাগলো- দেখো আমার কোন ইচ্ছাই ছিলো না যে, তোমার ফুল বাগানে হাত দেই। সে বিলাসিতা আমার মানায় না। আমিতো কাঠুরিয়া। কাঠ কেটে খাই। আমি ফুল দিয়ে কী করবো?! শুধু আমার বউ অসুস্থ হয়ে পড়াতে এবং সে বারবার স্বপ্নে এই ফুলটি দেখাতেই আমি এখানে এসেছি। অনেক কবিরাজ দেখিয়েছি। কোন কাজ হয়নি। শুধু তোমার বাগানের ফুলের শিশির ছিটাতেই সে সুস্থ হয়ে উঠছে দিনকে দিন। এর জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার একাজের জন্য আমাকে ক্ষমা করো 'ফর গিভ মি মম... ফর গিভ মি...'

- না তোমাকে এমন অপরাধের জন্য কোনভাবেই ক্ষমা করা যায় না। আজ তোমাকে একটি কঠিন প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তাহলেই তুমি আমার অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে..নতুবা নয়।
-আমি যে কোন প্রতিজ্ঞার জন্যই প্রস্তুত মম্!
-তোমার বউয়ের সন্তান হবে। প্রথম সন্তানের নাম রাখবে র‍্যাপুনজেল। সেই র‍্যাপুনজেলকে জন্মের ১৩দিনের মাথায় আমার হাতে তুলে দিতে হবে।
-এ্যা! এ কি বলছো মম্?
- হ্যাঁ আমার এক কথা। বলো রাজী। নতুবা এখনই আমি মন্ত্র পড়ে তোমাকে এখানেই কাঠের পুতুল বানিয়ে রাখবো।

-একটুখানি ভেবে সে কাঠুরিয়া ডাইনিবুড়ির শর্তে রাজী হয়ে গেলো-হ্যাঁ মম্ আমি রাজী 'আই এ্যাম এগ্রি'। সে মনে মনে ভাবলো আমার বাচচা হবে কি হবে না তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। গত ১৫বছর ধরেই বাচ্চা হচ্ছেনা। আর এখই হয়ে যাবে?! গড নউজ! হলেও হতে পারে। সে অনেক পরের কথা। ততদিনে এই ডাইনিবুড়ি তা ভুলেই যাবে। আমরা হয়তো এখানে আর থাকবো না। শহরে গিয়ে কোন বাসা ভাড়া করে থাকা যাবে। ততদিনে নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থারও পরিবর্তন আসবে...গড নউজ....

কাঠুরিয়ার দিনকাল ভালোই যাচ্ছে। দিনদিন তার উন্নতিও হচ্ছে। তার বউ এখন পুরো সুস্থ। কয়েক মাস যেতে না যেতেই একদিন তার বউ তাকে ডেকে বললো-তোমাকে একটি সুখবর দেবো।
-সুখবর!! সেটা কেমন?
-তুমি বাবা হতে যাচ্ছো গো খানের পো তুমি বাবা হবে।

কাঠুরিয়ার আনন্দ দেখে কে? সে লাফিয়ে উঠে সে খবরে। সে বলে বউ-আমার জীবনে এমন একটি কথা শোনার জন্য বড়োই ব্যাকুল হয়ে গত ১৫টি বছর ধরে অপেক্ষায় আছি। আজকে আমার আর কোন দুঃখ নেই। এই দুনিয়ার আমি সবচে' সুখি মানুষ। গড, মিলিয়ন থ্যাংকস্ টু ইউ... মিলিয়ন থ্যাংকস্...

তাদের ঘরে একটি মেয়ে বাচ্চার জন্ম হলো। সেই ফুলের নামের সঙ্গে মিল রেখে তার নাম রাখা হলো...র‍্যাপুনজেল...

দেখতে দেখতেই ১৩দিন চলে গেলো। হঠাৎ করেই সেই ডাইনীবুড়ি এসে একদিন হাজির কাঠুরিয়ার দরজায়।
–হ্যাঁ আমার কথা আমি রক্ষা করেছি। অন টাইমেই আমি তোমার দরজায় এসে পৌঁছেছি। এবার তুমি তোমার ওয়াদা রক্ষা কর। কোথায় আমার র‍্যাপুনজেল? তাকে আমার হাতে দাও।
কাঠুরিয়া এবং তার স্ত্রী ডাইনীবুড়ি কেঁদে কেটে অনুরোধ করতে থাকলো।
–দীর্ঘ পনেরোটি বছর পরে আমরা একটি সন্তানের মুখ দেখেছি। আমাদের এই সন্তানটি ভিক্ষে দাও, মা ভিক্ষে দাও! ওকে নিওনা। ওকে ছাড়া যে আমরা মারা যাবো। ও ই আমাদের জীবন।

কিন্তু তাদের সেই আকুতি মিনতি অরণ্য রোধনে পরিণত হলো। ডাইনিবুড়ি নিজেই ঘরে ঢুকে র‍্যাপুনজেলকে কোলে তুলে বেরিয়ে এলো। তারা দু'জনও সঙ্গে সঙ্গেই তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এসেই আর ডাইনিবুড়িকে দেখতে পায়নি। কোথায় সে হাওয়া হয়ে গেছে। চিরসঙ্গী হলো তাদের অশ্রুভেজা কান্নার রোল। হায়! গড তুমি এতো বছর পর আমাদের একটি সন্তান দিলে তাও আমাদের সেই যোগ্যতা দিলে না তাকে সযত্নে আগলে রাখতে....।

সময় খুব দ্রুত পেরিয়ে যেতে থাকে। র‍্যাপুনজেল ১২ বছরে পা রেখেছে। অতীব সুন্দরী এক 'ইয়াং লেডী' সে এখন। এ সময় ডাইনিবুড়ি তাকে 'ইয়াংম্যান' দের নজর থেকে বাঁচাতে গভীর বনে নিয়ে যায়। সেখানে কয়েকশত বছরের পুরাতন একটি বহু উঁচু টাওয়ার চূঁড়ার একটি মাত্র ছোট্ট কক্ষে তাকে আটকে রাখে! যাতে উঠতে কোন সিঁড়ি নেই! যাতে অন্যকোন জানালা দরজাও নেই! শুধুমাত্র দক্ষিণের একটি জানালা। অতএব সেখানে উঠা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়!

বয়সের রঙের সঙ্গে র‍্যাপুনজেল এর মনের কচি রঙগুলো আস্তে আস্তে নব প্রস্ফুটিত ফুলের মতো বিকশিত হতে থাকে। যা প্রকাশে র‍্যাপুনজেল অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোন সঙ্গী নেই তার। কার কাছে সে তার মনের ভাবগুলো বিনিময় করবে। তাই সে একাকীত্ব 'ফিল্' করলেই পাখিদের উদ্দেশ্যে গান গাইতে শুরু করে। তার সেই সুরেলা গান শোনে বনের শত শত পাখি উড়ে এসে জড়ো হতো সেই অতি প্রাচীন টাওয়ারের চূড়ায়। সেই পাখিরাই তার সাথি, ভক্ত এবং শ্রোতা।

অলৌকিকভাবেই র‍্যাপুনজেল এর মাথার চুল এতো লম্বা হয়েছে যে যা টাওয়ারের উপর থেকে ছেড়ে দিলে মাটিতে এসে ঠেকে। সেই চুলকেই মোটা রশির মতো ব্যবহার করে ডাইনিবুড়ি টাওয়ারে উঠতে এবং নামতে। প্রতিদিন যখন সকালে ডাইনিবুড়ি খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তখন সে র‍্যাপুনজেল কে বলে ...তোমার চুলগুলো মাটিতে ফেলো। সে ও তাই করে। দক্ষ পর্বতচারীদের মতো ডাইনিবুড়ি সে চুল ধরে আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। আবার যখন দিনের শেষে খাবার নিয়ে ডাইনি টাওয়ারে ফিরে তখন সে ডাক দেয়..'র‍্যাপুনজেল র‍্যাপুনজেল লেট ডাউন ইউর হেয়ার'...
র‍্যাপুনজেল তার চুল ছেড়ে দেয় নিচে। আর ডাইনি সে চুল ধরে টেনে টেনে সেই টাওয়ারে উঠে যায়।

একদিন হরিণ শিকারে এসে এক রাজকুমার বনের রাস্তা হারিয়ে ফেরে। সে তার ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সেই টাওয়ারের কাছাকাছি এসে যায়। সে শোনতে পায় এক মধুর সঙ্গীন ধ্বণি। যা সে জীবনেও শোনেনি। একাকীত্বের বেহাগের সুরের মতোই সেই সুর। যা মুহূর্তে তাকে আলোড়িত করে। মুগ্ধতায় ভরে যায় তার দেহমন। সে ভাবিত হয় এই গহীন বনে কীভাবে কোন মানবীর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে? তবে পাশেই কোথাও লোকালয় আছে? সে ঘোড়াকে চালাতে থাকে যেদিক থেকে মধুর সঙ্গীত ধ্বণি সে শোনতে পাচ্ছিলো। তার নজরে আসে একটি টাওয়ার। টাওয়ারের চূড়ায় দেখতে পায় এক পরম সুন্দরী যুবতী। এমন সুন্দর মুখের মেয়ে সে এই প্রথমবারে দেখছে। ততক্ষণে সেই মেয়েটির গান বন্ধ হয়ে

গেছে। প্রিন্স নিজকে একটু আড়াল করে সে দৃশ্য দেখতে থাকে। হঠাৎ করেই সে দেখতে পায় নিচে এক ডাইনিবুড়ি এসে বলছে.. 'র‍্যাপুনজেল র‍্যাপুনজেল লেট ডাউন ইউর হেয়ার'...
মেয়েটি যখন তার চুলগুলো ছেড়ে দিলো...সোজা চুলগুলো এসে মাটিতে ঠেকলো। আর ডাইনিবুড়ি তার সাহায্যে টাওয়ারে উঠে গেলো। সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকলো। সে স্বপ্ন দেখছে না তো?! না না এ স্বপ্ন নয়, এ সম্পূর্ণ বাস্তব।

সে প্রতিদিনই আসে আর অপেক্ষা করে কখন ডাইনি বুড়ি বেরিয়ে যায় তখন সেও উঠবে এবং এই রহস্য উদঘাটন করবে। একদিন এসে গেলো সেই সুযোগ। সবেমাত্র ডাইনি নেমে চলে গেছে কোথাও দুরে। সে এই সুযোগে ডাইনির মতোই ডাকলো... 'র‍্যাপুনজেল র‍্যাপুনজেল লেট ডাউন ইউর হেয়ার'... চুল নিচে নেমে এলো। সে বেয়ে বেয়ে উঠে গেলো টাওয়ারের চূড়ায়।

র‍্যাপুনজেল কখনও মানুষ দেখেনি তাই সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে তো আছেই। তার চোখের পাতা আর নড়ে না। যেন সে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছে। প্রিন্সই তাকে সুন্দর ভদ্রভাবে নরম সুরে ডেকে স্বাভাবিকে আনে। তাদের দু'জনের কিছুক্ষণ কথা হয়। কিন্তু রাজকুমারকে সে কোন তথ্যই দিতে পারলো না সে কীভাবে কোথা হতে এই ডাইনি বুড়ির হাতে পড়েছে এবং কীভাবেই বা এতো উঁচু টাওয়ারের চূড়ায় এসে আটকে আছে। সবই আশ্চর্য রকমের বিস্ময়ে ভরা!!

দু'জন কথায় কথায় কোন সুদুরে হারিয়ে যায়। কয়েক ঘন্টাও চলে যায় সেদিকে তাদের কোন খেয়ালই নেই। দু'জনই দু'জনের মাঝে হারিয়ে যায়। হঠাৎ যখন তারা বাস্তবে ফিরে আসে তখন প্রায় সন্ধ্যা। র‍্যাপুনজেল বললো–এইরে সেরেছে, বুড়ির আসার সময় হয়ে গেছে। সে তোমাকে এখানে দেখতে পেলে জ্যন্ত মেরে ফেলবে। প্রিন্স প্রতিজ্ঞা করে সে এমনি করে প্রতিদিন আসবে তার সঙ্গে কথা বলতে। প্রতিদিনই আসে প্রিন্স এবং বনের এক জায়গায় লুকিয়ে লুকিয়ে সময় কাটায় ডাইনি চলে যাবার জন্যে। আর মনে মনে সে নতুন নতুন চিন্তা শুরু করে। কীভাবে সে এই ডাইনির হাত থেকে র‍্যাপুনজেলকে উদ্ধার করবে। প্রতিদিনই প্রিন্স সিল্কের সূতা নিয়ে আসে র‍্যাপুনজেলের জন্য। যাতে সে তা দিয়ে একটি মই বানাতে পারে টাওয়ার থেকে নেমে আসার জন্য।

অন্যদিনের কথা। আজ র‍্যাপুনজেল খুবই খুশি খুশি ভাব। মনটা তার ফুরফুরে। ভেতরে ভেতরে আনন্দগুলো যেন তাকে আবেগের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেননা কিছুক্ষণ আগেই মাত্র রাজকুমার সেই স্থান ত্যাগ করেছে। বুড়ি আসে খানা নিয়ে। এমন খানাই সে নিয়ে আসে যা খেলে মানুষ দ্রুত বেড়ে উঠে। অনেক কথার ফাঁকে আবেগে আপ্লুত হয়ে র‍্যাপুনজেল তার নিজের গোপন নিজেই ফাঁস করে দেয় ডাইনির কাছে।...সে বলে...আচ্ছা তুমি যখন আমার চুল ধরে বেয়েবেয়ে উপরে উঠো। তখন আমার খুব কষ্ট হয়। কেননা তুমি হচ্ছো হাতির মতো ভারী। আর ঐ প্রিন্সটা যখন আসে তোমার তুলনায় সে খুবই পাতলা। কথাটি শোনেই ডাইনি তেলে বেগুনে যেন জ্বলে উঠলো।
....হোয়াট!? কী বললে এখানে কোন মানুষের বাচ্চা এসেছে। আর তুমি তাকে প্রেম নিবেদন করেছো। এবার দেখাবো তোমার প্রেমলীলার মজা দেখাচ্ছি মজা। এই বলেই সে যাদুর মাধ্যমে এক ফু দিয়েই হাতের মধ্যে একটি ক্যাঁচি তৈরী করে র‍্যাপুনজেলের সেই অলৌকিক লম্বা চুল কেটে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সে র‍্যাপুনজেলকে নিয়ে গেলো বনের গভীরে কোন এক গোপন জায়গায়। যাতে ওই মানুষের বাচচা প্রিন্স আর তাকে খুঁজে না পায়।
কেননা র‍্যাপুনজেলকে দেখে কোন মানুষ পছন্দ করলে এবং তাকে ভালোবাসলে, এমনকি তাকে বিয়ে করতে চাইলেই ডাইনির আর কোন যাদুবিদ্যা র‍্যাপুনজেলের উপর খাটানো যাবে না। এটাই তার যাদুর প্রধান দুর্বলতা। এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, তাই সে এমনি ব্যবস্থা নিলো।

র‍্যাপুনজেলকে বনের গভীরে রেখে সে ফিরে এলো টাওয়ারে। অপেক্ষা করতে থাকলো সেই মানব রাজার রাজকুমার এর জন্যে। আজ তাকে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার স্বাদ মিটিয়ে দেবে সে ডাইনি এমনি মনোভাবে সে অপেক্ষায় আছে। প্রিন্স এলো। আগের মতো করেই সে ডাক দিলো। চুল নেমে এলো। প্রিন্স উঠে গেলো টাওয়ারের চূড়ায়।

কিন্তু হায়! র‍্যাপুনজেল নেই!!
এতো দেখছি সেই ডাইনি। মুহূর্তেই ডাইনি তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। রাজকুমারের সেকি আর্তনাদ। ডাইনি অতপর তাকে আচ্ছা করে মার দিয়ে টাওয়ারের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করলো গভীর বনে। একটি কাঁটাওয়ালা গাছের ডালে পড়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ মারাত্মকভাবে জখম হলো রাজ কুমারের। তার চোখদুটো একেবারেই গলে গিয়েছে মনে হচ্ছে। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা। তাকে মারার সময় ডাইনি বলেছে আজ তোর চোখ দুটি আমি শেষ করে দেবো। যে চোখ দিয়ে তুই আমার র‍্যাপুনজেলকে দেখেছিস। তবে যদি কোন যুবতি তোর জন্য দরদী হয়ে, তোর জন্য কাঁদতে গিয়ে তার চোখের জল তোর চোখের উপর ফেলে তাহলেই তুই আবার দেখতে পাবি। নতুবা আজই তোর পৃথিবী দেখা শেষ।!!

এতো কষ্টের মাঝেও সে র‍্যাপুনজেল র‍্যাপুনজেল বলে ডেকে ডেকে কাঁদছে। সে তার প্রিয়াকে হারিয়ে ফেলেছে। তার আজ চোখও নেই যে তাকে সে খুঁজে বের করবে। ওহ্ গড হেলফ মি হেলফ মি..... এমনি সে গভীর বনে অন্ধ হয়ে হাতরে মরছে। এমনি করে দু'দিন কেটে গেলে একদিন সকালে র‍্যাপুনজেল এর সেই প্রাণ কাড়া গানের মুর্ছনা শোনতে পায় সে। অমনি সে তৎপর হয়ে ওঠে। ঠিক যেদিক থেকে গানের সুর ভেসে আসছে ঠিক সেদিকেই সে হাতড়ে হাতড়ে দ্রুত রওয়ানা হলো আর চিল্লাতে থাকলো....র‍্যাপুনজেল..... র‍্যাপুনজেল....।

এক সময় তার আওয়াজ র‍্যাপুনজেলের কানে পোঁছলো। র‍্যাপুনজেল দ্রুত এগিয়ে এলো। প্রিন্সের এই অবস্থা দেকে সে ক্ষোভে দুঃখে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো। তার চোখের পানি যখন প্রিন্সের চোখের উপর গিয়ে পড়লো, অমনি প্রিন্স দেখতে শুরু করলো। এবার দু'জনে দ্রুত খুঁজতে লাগলো রাজকুমারের ঘোড়াটি। রাজকুমার তার ঘোড়াকে একটি বিশেষ শীষের মাধ্যমে ডাক দিলো। কোত্থেকে যেন উল্কার মতো ছুটে এলো তার ঘোড়াটি। রাজকুমার বললো...র‍্যাপুনজেল এখানে আর একমিনিটও নয়। ঘোড়ায় উঠো। আমরা দ্রুত এই বন থেকে বেরিয়ে পড়ি। তারা দুজন ঘোড়ায় উঠেই রাজকুমার বললো 'ঘোড়া এবার তুমি নিজেই পথ চিনে নিয়ে যাবে আমাদের রাজ্যে'। তাড়াতাড়ি করো। নতুনা সেই শয়তানী ডাইনি আবার এসে যাবে।
ঘোড়াটি দুজনকে নিয়ে হিসি আওয়াজ তুলে উল্কার বেগে ছুটে চললো। রাজ্যে পৌছে রাজকুমার তার পিতাকে সব জানালো। তার পিতাও মেয়েটিকে দেখে খুব খুশি হলেন। তাই তিনি ঐদিনেই র‍্যাপুনজেলের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিলেন। সে্ থেকে র‍্যাপুনজেল আর রাজকুমারের জীবন ফুলের পাপড়ি ছোঁয়া, সুবাসে মাখা আর প্রভাতে শিশির ভেজা। তাদের বাকী জীবন সীমাহীন সুখ স্বপ্নে ভরে উঠলো।

***

সমাপ্ত